

8
606

আনন্দ-বিলাস.



কাকন নগরপতি নৃপ সত্যধতি ।
হুশীল স্বধার শান্ত সুমাত সুবীতি ॥
বুদ্ধি বান্ধি জলদি জিনিষে সুগভীর ।
প্রচণ্ড প্রতাপ তাঁর যেমন মিহির ॥
অকুল ঐশ্বর্য তাঁর কে করে গণন ।
সুধোষ সত্ত্বজ বিজ্ঞ বড়ই সুজন ॥
প্রজাগণ সুখী মন নৃপের রূপায় ।
পুত্র সন্তান করি জ্ঞান পালেন সবায় ॥
পুত্র দয়ালু রাজা কল্পতরু প্রায় ।
শরণ্য প্রপন্ন জনে সর্বদা সদয় ॥
ছুফি জনে সন্তুষ্ট ভূপের শাসনে ।
শিষ্ট জনে মিষ্টালাপে তোষেন যতনে ॥
প্রজার পীড়ার শাস্তি হেতু বৈদ্য কত
বিদ্যালয় স্থাপিত আছে কত শত ॥

নন্দ-বিলাস ।

হুংখ করিতে খোঁচন ।

ছন্দসদ্ব্রতের স্থাপন ॥

পদাতিক কে করে গণন ।

হার প্রতাপে শীর্ণকার বৈরীগণ ॥

নগরের শোভা যত কে করে বর্ণন ।

না দেখি না শুনি যেন ইন্দুর ভবন ॥

স্থানে স্থানে গোতে কত কুণ্ডল উদ্যান ।

ফুলে ফুলে মধু করে মধু করে পান ॥

ছই ভাষা নগরীর ভুবনমোহিনী ।

হার ভার কটাক্ষেতে কামের কামিনী ॥

প্রথম প্রেয়সী পক্ষে পুত্র কর জন ।

সর্ব গুণাবিত অতি সুদৃশ্য গঠন ॥

পরে শুন কনিষ্ঠা পক্ষের বিধরণ ।

যে গর্ভে জন্মিল পুত্র সর্ব সুন্দর ॥

শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠা সেই অতি কপবতী ।

কপে তার কাছে রতি হবে এক রতি ॥

ভূপতির প্রাণাদিক প্রিয়তমা সতী ।

সন্তান বিহীনে মাত্র মনে খেদ অতি ॥

সর্বক্ষণ রহে রামা ইন্দুর সাধনে ।

পুত্রের কামনা করে অতি শুদ্ধ মনে ॥

এই কপে নিত্য নিত্য করিতে সাধন ।
 হইল তাহার পরে গার্ভের লক্ষণ ॥
 শুনি নৃপমণি সুখী হইলেন ভায় ।
 দাসীগণে আজ্ঞা দিল সন্তত সেবায় ॥
 তবে ক্রমে ক্রমে গর্ভ সম্পূর্ণ হইল ।
 চকুবর্তী লক্ষণের গুণ প্রসবিল ॥
 কি আশ্চর্য্য সে সৌন্দর্য্য অতি অপকণ ।
 সেবণ দেখিয়া স্বর্ণ হইল বিকণ ॥
 যাহার কপ হেরি চাঁদ পড়ি কঁাদে !
 গিয়ে রজ্জু দিগে দিবাকরে বাঁধে ॥
 যত যবা পুষ্প জিনি হস্ত পদতল ।
 কমলের দল জিনি অতি সুকোমল ॥
 একপ চেঁরিয়ে কপ সবে চমৎকার ।
 দুই গিয়ে ভূপতিরে দিল সমাচার ॥

ত্রিপদী ।

নৃপুত্র জন্মিল শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
 অন্তঃপুরে গিয়ে নিরখিল ।
 পাত্র মিত্র সভাজন, শুনি এই বিবরণ,
 সকলেতে পুলকে পুরিল ॥

আনন্দ-বিলাস ।

নিয়াশ্বর ভ্রমার্থে, সুদরিদ্র দ্বিজবরে,

আকাক্ষক পূরিয়ে দিল ধন ।

আপামর সাধারণে, তুমিলেন বহু ধনে,

সংখ্যা তার কে করে গণন ॥

অমাত্যাদি ছিল বহু, অনুচর শত শত,

ব্যক্তি বুঝি সবায় তুমিল ।

নৃত্য গীত বাদ্যভাণ্ড, অশ্রুত অন্তুত কাণ্ড,

মহোৎসব হইতে লাগিল ॥

পরে গ্রহ বিশেষগণ, ডাকি রূপ সুন্দনে,

কহেন যতেক বিবরণ ।

জন্মিল আমার সূত, নিকরূপ লক্ষণ যুত,

গণি তাহা কর নিকরূপ ॥

কোন গ্রহ কোন স্থানে, ভবিষ্যৎ বর্তমান,

ফলাফল ফলাইবে কিবে ।

কেবা রিষ্টি দৃষ্টি কার, নিগর করিছে তার,

জন্ম পত্নী প্রকাশ করিবে ॥

আজ্ঞা পেয়ে বুধগণ, নিজ নিজ নিকেতন,

গিরে বসে পঙ্খিকা লইয়ে ।

গণনার হয়ে মগ্ন, স্থির করি জন্ম লগ্ন,

ফলাফল দেখেন ভাবিয়ে ॥

জানকি-বিলাস ।

এহ উপগ্রহ চয়, শুভকারী সমুদয়,

কেহ নয় তার বিপরীত ।

সন্তোষ হইয়ে তবে, জন্ম পত্নী লিখি সবে,

নৃপের নিবন্টে উপনীত ॥

একে একে বুধগণ, জন্ম পত্নী বিবরণ,

গণনায় বাধা হইবেহিণ ।

মাস বয় দিবা ফল, স্তূল সূক্ষ্ম দণ্ড পল,

প্রকাশিয়ে কহিতে লাগিল ॥

কোন গ্রহ কৃষ্ণ নয়, তুষ্ট দেখি সমুদয়,

শুন'রায় কুমারের গুণ ।

মৌবা বীয়া পরাক্রম, অসাধ্য সাধনে ক্ষম,

সকল শাস্ত্রে হইবে নিপুণ ॥

সপ্ত দীপ্তে হয়ে রাজ্য, পাবেন সবার পূজা,

ইবে কিছু নাহিক সংশয় ।

হইল সূতের নাম, সুরসেন গুণধাম,

নিশ্চয় জানিবে মহাশয় ॥

শুনি পুলকিত চিতে, সন্তোষের বারিধিতে,

ভাষিতে ভাষিতে সবতনে ।

বহু ধন আনি তূর্ণ, মনোরথ করি পূর্ণ,

বিদায় করিল বুধগণে ॥

ভদ্রভর নৃপপুত্র, পেলেন বৃদ্ধির সূত্র,

জিনি সিংপক্ষ শশধর ।

পক্ষে পক্ষে মাস গত, সময় সম্বরি কত,

গত হইল চতুর্থ বৎসর ॥

পঞ্চ বর্ষ হল যবে, দিব্যা শিক্ষা হেতু তবে,

শিক্ষকে করিল নিয়োজন ।

তাহাতে নরেন্দ্র সূত, সর্ব্বগুণে গুণযুত,

শ্রুত মাত্র করে অধ্যয়ন ॥

ব্যাকরণ আদি যত, শিখে শাস্ত্র নানা মত,

সুক্ষ্মবুদ্ধি শ্রুতিধর অতি । -

ধনুর্বেদ রাজনীতি, দ্ব্যবসায় অলঙ্কার স্মৃতি,

উপাখ্যান পাঠে হব মতি ॥

নৃপসূত এই মতে, পঞ্চদশ বর্ষ গতে,

সর্ব্ব শাস্ত্রে হইল পণ্ডিত ।

বিশেষত মৃগয়ায়, বাণ্যার্থ নাহি ঘার,

দ্বিজ বলে এইত উচিত ॥

কুমারগণের নানা মত ক্রীড়া ও নৃপ-
তির স্বপুত্র সহ যুগয়া ।

তবে রাজপুত্রগণ মন অভিলাষে ।
রহে বন্ধুবর্গ সহ হাস্য পরিহাসে ॥
কখন বেড়ান অশ্ব গজ আরোহণে ।
নদীতে ভ্রমেন কভু তরণী বাহনে ॥
বিশেষ সাহসী বড় সুরসেন রায় ।
সবাকারে লয়ে কভু কাননে বেড়ায় ॥
স্বীকার করিয়ে তথা যুগ অগণন ।
প্রত্যাগত হন পুনঃ আপন ভবন ॥
এই রূপ নিত্য নিত্য নানা ক্রীড়া করে ।
আশ্চর্য ব্যাপার এক শুনি তার পরে ॥
এক দিন ভূপতি করিল ইচ্ছা মনে ।
স্বপুত্র সাহিত যাব যুগয়া কারণে ॥
এত ভাবি পুত্রগণে ডাকি নররায় ।
প্রকাশেন আপনার মন অভিপ্রায় ॥
শুনি তুচ্ছ পুত্রগণ তাহে সার দিবে ।
নিজ নিজ সাজে সবে আইল নাজিয়ে ॥

আনন্দ-বিলাস ।

তবে সৈন্যদায়ে ডাকি ভূপ আজ্ঞা দিল ।
 সৈন্যে সাজিয়ে সবে প্রস্তুত হইল ॥
 নিশ্চয় সাজ করি রাজ্য পাত্র নিশ্চয় সনে ।
 বাহির হইয়ে চলে কানন ভ্রমণে ॥
 যাতক তুরক সৈন্য অসংখ্য সঙ্কেতে ।
 সঙ্গীন চড়ায়ে সবে চলিল রঙ্কেতে ॥
 রাজধানী ছাড়াইয়ে প্রবেশি কানন ।
 নানা স্থানে নানা শোভা হেরে অগণন ॥
 নানা জাতি বৃক্ষ তার ফল ফুল ধরে ।
 কত মত পক্ষী বসি তাহে রব করে ॥
 কত চক্রবাক ডাকে বসি তরুপরে ।
 মন্দ মন্দ বায়ু বহে চিত্ত শিথিল করে ॥
 পুষ্পের সৌরভে বন সব আনন্দিত ।
 মধু পান করে অলি হয়ে হরষিত ॥
 এসব দেখিয়ে সবে পুলকিত মনে ।
 তথা হতে গেল এক দুর্গম কাননে ॥
 সেখানে ধনুকে শর করিয়ে যোজনা ।
 বহু পশু পক্ষী বধে কে করে গণনা ॥
 তার পরে কিছু দূরে গমন করিল ।
 নৈবাধীনে সেই স্থানে বিবশ ধরিল ॥

হেরিল অপূর্ব এক মুগ সেই বনে ।
 নৃপাজায় ঘেরে তার যত সৈন্যগণে ॥
 প্রমাদে পাড়িয়ে তবে কুরঙ্গ তখন ।
 ভূপের সম্মুখ দিয়ে করে পলায়ন ॥
 দেখিয়ে অমনি ভূপ হানিলেন শর ।
 না ভেদিল সেই অস্ত্র মুগের অন্তর ॥
 তবে অতি ব্যাধি মতি হয়ে নররায় ।
 কুরঙ্গের পাছে পাছে তুরঙ্গ ছুটায় ॥
 অশ্বোপরি ছিল নৃপ পুত্র সপ্ত জন ।
 সৈন্য সঙ্গ ছাড়ি সবে করিল গমন ॥
 তার পরে বহু দূর যাইতে যাইতে ।
 কোথা গেল মুগবর না পান দেখিতে ॥
 দৈবাধীন কুরঙ্গ বাহা কে করে থগুন ।
 বন ভ্রমি অশ্রমে হল অশ্বের নিধন ।
 দেখি হেন অবটন বলে একি দায় ।
 হায় হায় বুঝি কাঁড়িপাকে প্রাণ যায় ।
 কালকূপী মুগ মোরে কেলিল সঙ্কটে ।
 তুরঙ্গ তাজিল প্রাণ আর বা কি যটে ।
 এই মত চিন্তাঘূর্ণিত হইয়ে অশেষ ।
 অশ্রুতে রাহিত চলিলেন নিজ দেশ ॥

পথ অগ্রে মনঃ ভ্রমে দিগন্তম হইয়ে ।
 উঠিলেন রাজা এক গিরি পারের গিয়ে ॥
 অতি সে সুরম্য স্থান শোভা চমৎকার ।
 সে শোভার তুল্য শোভা নাহি দেখি আর ॥
 হরিষে ভ্রমিতে তথা নৃপ নৃপসুত ।
 হেরিল যতেক শোভা অশ্রুত অন্তত ॥
 কত মত ফলবান বৃক্ষ অগণন ।
 কার সাধ্য কেবা পারে করিতে বর্ণন ॥
 আকরোট কিশমিশ বেদামা অক্ষুর ।
 নিচু পিচনেও আশ্র কঁঠাল খজুর ॥
 নারিকেল বেগ তাল জাম আনারস ।
 নানা মত ফল কত ধরে নানা রস ॥
 কোন স্থানে পুষ্পোদ্যানে পুষ্প নানা জাতি
 অতসী গোলাপ চাঁপা বদা যুধী জাতি ॥
 কাহিনী রজনীগন্ধে গন্ধে আমোদিত ।
 গন্ধরাজ টগর দোপাড়ি স্বেত পীত ॥
 তথায় বিহরে পক্ষী না হয় গগনা ।
 হিরামন করিয়াদি কোকিল ময়না ॥
 মনোহর শুক্লর বসি উরুপরে ।
 গারি মধু মনোরমে সুখে কেলি করে ॥

তার মধ্যে ছিল আর এক শুকবর ।
 সৃষ্টিতে বিচিত্র চিত্রে দেখিতে সুন্দর ।
 কিবা তার চমৎকার চক্ষুর গঠন ।
 সুবর্ণ সুবর্ণ সম অতি সুশোভন ।
 গলা বেড়া যেন কত সুদীপ্ত প্রস্তরে ।
 জিনি প্রভাকর প্রভা প্রভা কলেবরে ॥
 হেরি নৃপপুত্রগণ মানন্দ হইয়ে ।
 দেখালেন ভূপতির অঙ্গুলি হেলিয়ে ।
 মোহিত সবার আঁখি নিরখি বিহঙ্গ ।
 শুকে হেরে সুখ বাড়ে জুড়াইল অঙ্গ ॥
 বলে তবু নাহি দেখি হেন অপরূপ ।
 ভুলনা কি দিব তার নাহিক স্বরূপ ॥
 স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতে যুঝি বিধি ।
 নিজ্ঞানে নির্মল মনে নির্মল এ নিধি ॥
 এই রূপ অপরূপ হেরিয়ে রাজন ।
 মনো মুখে যান শুকে ধরিতে তখন ॥
 রাজার বুঝিয়ে তার শুক পক্ষীর ।
 উড়িলে মসিল উচ্চ বৃক্ষের উপর ॥
 মেঘের অন্তরে যেন বিহ্বল প্রকার ।
 অক্ষয় হইলে পক্ষী বহিল তথায় ॥

পরে ভূপ চতুর্পাশ্ব নিরীকণ করে ।
 না হেরে পক্ষীরে হৈল কাতর অন্তরে ॥
 গরলে ব্যাপিত যেন ভুঙ্ক মৎশনে ।
 তেমতি হইল ভূপ বিহঙ্গ বিহনে ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল পক্ষী ধ্যান জ্ঞান ।
 তত্ত্ব করি ভ্রমে রায় হইয়ে অজ্ঞান ॥
 জাতীশ্বর শুকবর হইয়ে সদয় ।
 দৈববাণী সম বাণী বুদ্ধ হতে কয় ॥
 ধরিবে আমারে ভূপ কি তব শক্তি ।
 অনারানে শূন্যে পারি করিবারে গতি ॥
 কেন মম গুণাগুণ না বুঝিবে রায় ।
 বালকের মত চাহ ধরিতে আমার ॥
 দেখি পক্ষী জাতি বুঝি অবজ্ঞা তোমার ।
 আমি ধরা না দিলে ধরিতে সাক্ষ্য কার ॥
 তথাপি তোমারে ধরা দিতে ধরাপতি ।
 আছে সাধ মনে কিন্তু না পারি সংপ্রতি ॥
 আছি ধার কাছে ধরা অধর সে জন ।
 না হেরিলে হবে তার ধরায় পতন ॥
 সংপ্রতি আমার জন্যে চিন্তা না করিবে ।
 তত্ত্ব করাইলে ধোরে পক্ষ্যভে পাইবে ॥

যদি মোর একথায় না হয় প্রত্যয় ।
 প্রত্যয়ার্থ কহি বাহা শুন মহাশয় ॥
 পক্ষী কুলোত্তর আমি কিছু জাতীশ্বর ।
 জগতে নাহিক কিছু মম অগোচর ॥
 ভূত বর্তমান তবিসাতে যা হইবে ।
 নিশ্চিত বলিতে পারি নিশ্চিত জানিবে ॥
 এই মত বাক্য কত কহিয়ে রাজায় ।
 আশ্রয়ে গমন জন্য শূন্য পথে ধায় ॥
 হেরিয়ে পক্ষীর গতি হতাশ হইয়ে ।
 মনোহুঃখে অধোমুখে তাবেন বসিয়ে ॥
 ভূপেয়ে ভাবিত দেখি ভূপতি নন্দন ।
 জোড় করে মুছুরে করে নিবেদন ॥
 কেন পিতঃ হইয়াছ বিরগ বদন ।
 কি অভাবে এই ভাবে এত অন্য মন ॥
 চিন্তা পরিহরি গৃহে চলহ ত্রায় ।
 শক পথে পক্ষী আমি দিব আপনায় ॥
 সুজ বাণী নৃপনগি শুনি সমুদয় ।
 বলে নত্যা আর ব্যর্থ ভাব যুক্তি নয় ॥
 তারিলে ভাবনা মাত্র ভাব না পাইব ।
 অনর্থক বনে কেন এতদূর রহিব ॥

দেশে গিয়ে মঙ্গলা করিয়ে মঙ্গি সনে ।
 পাঠাইব স্থানে স্থানে যত দূতগণে ॥
 তাহে যদি নাহি হয় কার্যের সাধন ।
 তখন জানিবে মম নিতান্ত মরণ ॥
 এত বলি দীঘ শ্বাস ছাড়ি নরপতি ।
 চলিলেন ধীরে ধীরে স্বপুত্র সংহতি ॥
 কিছু পথে সৈন্য সঙ্গে হইল মিলন ।
 সবে মিলি নিজ রাজ্যে করিল গমন ॥
 নিবাসে আসিয়ে ভূপ ভাবিত অন্তরে ।
 কি প্রকারে পক্ষিবরে গাইব সত্বরে ॥
 সত্য বসিয়ে রায় সকলে ডাকিল ।
 স্থানে স্থানে দূতগণে প্রেরণ করিল ॥
 নৃপাজ্ঞাতে যত দূতে চতুর্দিকে খায় ।
 নানা স্থানে ভ্রমে তবু সন্ধান না পায় ॥
 ভূপ এ সম্বাদ শুনি অস্থির হইয়ে ।
 তাকে বসি দিবা নিশি পক্ষের লাগিয়ে ॥
 পিতার উদাস্য ভাব হেরি পুত্রগণ ।
 পূর্বমত সবে পুনঃ করে নিবেদন ॥
 অনুমতি হয় যদি আশা সবাকার ।
 দেশ দেশান্তরে মোরা গাইব তুরায় ॥

যেই দেশে পাব সেই পক্ষীর উদ্দেশ ।
 চিত্তামণি চিত্ত। করি যাব সেই দেশ ॥
 এত শুনি নৃপমণি আনন্দিত জতি ।
 পুত্রগণে হর্ষমানে দিল অনুমতি ॥
 তদন্তরে দিন দ্বির করিল রাজন ।
 দ্বিজপদ ভাবি দ্বিজ করিল বর্ণন ॥

শুকপক্ষী অন্বেষণে কুমার- গণের যাত্রা ।

ভূপতির অনুমতি গারে পুত্রগণ ।
 ডাকি যত ভূজগণে বহেন তখন ॥
 শুক অন্বেষণে যাব নৃপের আজ্ঞায় ।
 পথের বতেক দ্রব্য আনন্দ স্বরায় ॥
 শুনি আনন্দিত হরে দাসগণ যত ।
 আনিতে লাগিল দ্রব্য প্রয়োজন মত ॥
 অশ্বাধ্যক্ষ আনিবে এতেক দ্বিররণ ।
 সুসজ্জিত অশ্ব সপ্ত আনিব তখন ॥
 পরে অস্ত্রাধ্যক্ষ অস্ত্র আনিবে স্বরায় ।
 ধরে ধরে তুলি দিব অশ্বের হালায় ॥

পথের সম্মল হেতু করি বহু যত্ন ।
 বহু মূল্য হয় যার লয় নেই রত্ন ॥
 নিজ নিজ সুসাজ করিয়ে সশ্রু জনে ।
 প্রণমি গিয়ে পিতা মাতার চরণে ॥
 তদন্তরে অশ্বাপরে আরোহণ করি ।
 গমন করিল শুভকণে যাত্রা করি ॥
 ছাড়াইয়ে রাজধানী আর নিঃ দেশ ।
 অপর রাজ্যেতে সবে করিল প্রবেশ ॥
 নদ নদী বহু তীর্থ করিয়ে ভ্রমণ ।
 পরে প্রবেশিল এক গহন কানন ॥
 দেখিল তথায় সিংহ ব্যাঘ্র অগণন ।
 ভয়কর রবে সবে করয়ে গর্জ্জন ॥
 শুনি সব ঘোর রব ভীত হয়ে ননে ।
 কোথায় আশ্রয় পাব তাবে সাত জনে ॥
 হেন কালে পুষ্পোদ্যান দেখিবারে পায় ।
 কলবান বহু বৃক্ষ আছয়ে তথায় ॥
 হইবে আশ্রয় এই করিয়ে মনন ।
 মনোমুখে চলে রাজপুত্র সাত জন ॥
 বাইরে দেখিল এক তেজস্বী সন্ন্যাসী ।
 নরন মুদিরে আছে যোগাসনে বসি ॥

কুমার সকলে তবে হয়ে হরষিত ।
 অতিথি বলিলে তথা হল উপনীত ॥
 পাইয়ে সন্ন্যাসী তবে পথিক অতিথ ।
 সমাদরে সবাকারে বসায় ত্বরিত ॥
 কল মূল্যহারাে পরে তুষিল সবায় ।
 প্রান্তি দূর হয়ে নিশি বঞ্চিল তথায় ॥
 দেখিতে দেখিতে নিশি হল অবসান ।
 উঠিল প্রভাতে নবে স্মরি ভগবান ॥
 তপন উদয় দেখি রাজপুত্রগণ ।
 সন্ন্যাসীরে প্রণমিয়ে করিল গমন ॥
 নানা বাক্য আসাপনে সপ্ত সহোদরে ।
 চলে নবে এক ভাবে কানন ভিতরে ॥

কুমার সকলের কাননে

ভয় প্রাপ্তি ।

স্নানস্ত্র সাত জন, এড়াইয়ে সে কানন,
 প্রবেশ করিল অন্য বনে ।
 ভাবি সেই প্রয়োজন, চিন্তা করে সর্বক্ষণ,
 বিবাহ বিবাদ ভাবি মনে ॥

কোথা আছে কোথা বাব, কোথায় সে ধন পাব,

কেমনে বা হইবে মিলন ।

অন্য চিন্তা নাহি আর, দিবা নিশি অনিবার্য

শুকরবে চিন্তে মগ্ন জন ॥

পরে চিত্রা পরিহারি, চিন্তানগি চিন্তা করি,

শীঘ্র গতি গমন করিল ।

তথা হেরি ঘোর বন ভয়ে ভীত সাত জন,

সরস্বর ভাবিত হইল ॥

উচ্চ বৃক্ষ নানা জাতি, সমভাব দিবা রাত্বে

সূর্য্য রশ্মি না পায় দেখিতে ।

তাছে পঙ্কগণ সব, করে তাকর রব,

শুনি ভয়ে না পারি চলিতে ।

মচিন্তিত হয়ে পরে, উঠে উচ্চ বৃক্ষোপরে,

দেখে সূর্য্য চলে অস্তাচলে ।

দেখিতে দেখিতে নিশি, উপনীত হল আসি,

দেখে কত ফণিমণি স্থলে ॥

শঙ্কিত হইলে পরে, মুখে নাহি বাক্য সরে,

হেরে সবে সর্পের মূরতি ।

অতিশয় ভয়ঙ্কর, গজ্ঞে যেন কলধর,

নিশ্বাসেতে পবনের গতি ॥

কীট পশু পক্ষী ভঞ্জে, এসব দেখিয়ে চক্ষে,
বলে রঞ্জে কর নারায়ণ ।

নিজ গুণে রূপা করি. দ্রাণ কর সবৈ হরি,
নাম তব পতিতপাবন ॥

এইরূপে অঙ্ক নিশি, গত হলে বৃক্ষে বসি,
অহি সব গেল নিজ স্থানে ।

সুরসেন কহে তবে, মন বাক্য শুন মনে,
সুখে নিদ্রা যাও ছয় জনে ॥

চিন্তা না করিহ মনে. আনি রব জাগরণে,
যে হয় সে হইবে আনার ।

এতেক শুনি বচন, বৃক্ষেতে করি শয়ন,
নিদ্রা গেল ছয় গুণাগার ॥

হেন মতে নির্গি গেল, ভানু আসি প্রকাশিল,
বৃক্ষ হতে নামে সাত জন ।

আরোহিয়ে অশ্বোপরি, চলে সবৈ ভ্রম্য করি.
পশ্চাত্ করিয়ে সে কানন ॥

হেন মতে কত বন, ছাড়ি রাজ পুত্রগণ,
ইলাবর্ত দেশে উপনীত ।

যদি কি দেশের শোভা, দেবতার মনোলোভা,
গৃহ দ্বার পাষাণে স্ফুটিত ॥

হেরিয়ে আশ্চর্য্য বর, মনে হয়ে হষ্য যুত,
দেখে সবে নগর ভ্রমিয়ে ।

সকলি উত্তম গেহ, মানব নাহিক কেহ,
কিছু স্থির না পায় ভাবিয়ে ॥

অপরূপ দেখি হেন, কহিতেছে স্মৃত জন,
কি আশ্চর্য্য বিধির সৃজন ।

না দেখি না শুনি কাণে, জীব নাহি বাসস্থানে,
ভাবে মনে এ আর কেমন ॥

তবে সপ্ত রূপসূত, দেখি দেশ এবল্লুত,
সচকিতে চলিল নগরে ।

ভূপের আগার যথা, উপনীত হয়ে তথা,
প্রবেশিল পুরীর ভিতরে ॥

চারি দিকে বত হেরে, কে তাহাঁ বর্ণিতে পারে,
মণি চুনি পরশ পাতর ।

খাদ্য দ্রব্য নানা মত, দেখিতেছে অপ্রমিত,
কিন্তু কোথা নাহি দেখে নর ॥

পরে সপ্ত সহোদরে, মনে মনে চিন্তা করে,
তার পর পরস্পর কর ।

ভাগ্যে যাহা আছে হবে, তদন্ত জানিব সবে,
যক্ষ রক্ষ কাহার আশ্রয় ॥

শুনি দ্বিজ সবতনে, কহে রাজপুত্র গণে,
 রবে সবে হয়ে সাবধান।
 জানিলে এসমাচার, আসি ছুট ছুটাচার,
 নিশাচর চরে লবে প্রাণ ॥

সুরসেনের রাক্ষস বধ ও ভাতৃগণের বিচ্ছেদ।

এত বলি সবে মৌলি যত্নগা করিয়ে।
 তদন্ত জানিতে রহে অন্তর হইয়ে ॥
 গোপনীর দ্বার এক দেখিতে পাইল।
 রাজ পুত্রগণ সেই পথে প্রবেশিল ॥
 তথায় দেখিল এক রম্য সরোবর।
 মনোহর পুষ্পোদ্যান তাহার উপর ॥
 বুতি জাতি মল্লিকা মালতী মনোহর।
 চম্পক বদন বক কিংসুক টগর ॥
 বেল সেকালিকা জাদি গদ্য মনোরম।
 শ্বেত পীত জবা শোভে অতি অনুপম ॥
 অশোক অপরাজিতা চম্পক বকুল।
 মায় গন্ধে মকরন্ধে ধায় অলিকুল ॥

চন্দ্রমণি সখ্যামণি দেখিতে সুন্দর ।
 কাঞ্চন অঞ্চন দোলে বৃক্ষের উপর ॥
 সাল তাল তমাল হিন্তালি গাম্ভারী ।
 আশ্র জাম খজুর পলাস সারি সারি ॥
 ইত্যাদি অনেক বৃক্ষ কে করে বর্ণন ।
 পক্ষিগণ গান করে তাহে অনুরাগ ॥
 দেখিয়ে হইল সুখী সরোবর জল ।
 নানা বর্ণে স্থানে স্থানে প্রফুল্ল কনক ॥
 মুক্ত মুক্ত কুহু কুহু ডাকে পিকগণ ।
 মন্দ মন্দ গন্ধবহে বহে অনুরাগ ॥
 বার ঘাস বাস তথা করে রতিপতি ।
 কান্তা সঙ্গে মনোরঞ্জে সুখে করে রতি ॥
 সেই উদ্যানের মধ্যে বাঁধি অশ্বগণ ।
 পুরীর ভিতরে সবে করিল গমন ॥
 হেন কালে দিবাকর চলে অস্তাচলে ।
 সে রজনী সেই স্থলে বহিল সকলে ॥
 প্রভাতে উঠিলে সবে করিল যুকতি ।
 এই স্থানে কিছু দিন করিব বসতি ॥
 নিজ কার্য্যে বহু রাজ্যে করিয়ে ভ্রমণ ।
 কোন স্থানে নাহি হেরি নগর এমন ॥

এক জন থাকি হেথা করহ রক্ষন ।
 নগর ভ্রমিবে ঘোবা ভাই ছর জন ॥
 তবে সভাকার মত একই হইল ।
 কে রহিবে বলি পরম্পর জিজ্ঞাসিল ॥
 পরে ছয় কুমারের কনিষ্ঠ যে জন ।
 বলে রহিলাম আমি করিতে রক্ষন ॥
 শুনি তুষ্টি হয়ে ছর রাজার মন ।
 অশ্বারোহী নগরেতে করিল গমন ॥
 স্নানাদি করিয়ে হেথা কনিষ্ঠ নন্দন ।
 চক্ষ্য চূষ্য লেহ পেয় করে আয়োজন ॥
 রক্ষন প্রস্তুত করি অতি কুতূহলে ।
 হস্ত পদ ধৌত করিবারে যায় জলে ॥
 সরোবর তীরে বেই করিল গমন ।
 শুন এক চমৎকার দৈবের ঘটন ॥
 বিকট আকার এক রাজকী আইল ।
 নিশ্বাসেতে ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল ॥
 জল শূন্য ব্রহ্ম জিনি উদর তাহার ।
 নাকল স্রবর ন্যায় সন্তক উহার ॥
 সরোবর ঘাট হইতে রাজার কুমার ।
 দেখিল তাহার কথ বিকট আকার ॥

গোপনীয় স্থান এক আছিল তথায় ।
 ভয়ে নৃপপুত্র গিয়ে প্রবেশিল তায় ॥
 দৃষ্টি করি চতুর্দিকে রাক্ষসী তখন ।
 দেখে কত নানামত দ্রব্য আয়োজন ॥
 রাক্ষসী তাবিছে মনে ইকি অসম্ভব ।
 খাদ্য দ্রব্য দেখি কেন না দেখি মানব ॥
 এত তাবি গৃহদ্বার সব অন্ত্রাধিল ।
 কোন স্থানে কিছুই সন্ধান না মিলিল ॥
 বলে আজি বিধি বুঝি হল কুপাশিত ।
 সেই হেতু খাদ্য দ্রব্য মেলে অপ্রমিত ॥
 এত বলি সমুদয় করিয়ে ভোজন ।
 করিলেক স্বস্থানে প্রস্থান সেইক্ষণ ॥
 তবে কিছু ক্ষণ পরে নিজনিঃসৃত ।
 আইল নৃপের পুত্র আবার পুরাত্তে ॥
 দেখিল রাক্ষসী খাদ্য করেছে আহার ।
 সামান্য রূপেতে পাক করে পুনর্বার ॥
 ইত্যোমধ্যে এল তথা ছর সহোদর ।
 আহার করিতে বসে হরিষ অন্তর ॥
 না হইল তৃপ্তি কারে করিতে ভোজন ।
 অগ্রাহ্য করিল সব তাহার বন্ধন ॥

শুনি ক্ষুব্ধ হয়ে ধীর না কহিল কথা ।
 কিছুই না বলিলেন রাক্ষসী বারতা ।
 পরে একপেতে অন্যো করিল রন্ধন ।
 পূর্ব গত রাক্ষসী তা করিল ভোজন ॥
 কেহুকারে রাক্ষসী বৃত্তান্ত না বলিল ।
 ক্রমে ছয় সহোদরে সন্ধান পাইল ॥
 এই মতে ছয় দিন হইল তথায় ।
 সপ্তম দিবসে রহে সুরসেন রায় ॥
 স্নান সবে গেল পরে ভ্রমিতে নগরে ।
 বিধির নিরূপক কথা শুন তার পরে ॥
 স্নানাদি করিয়ে পাক করে মনোমত ।
 বহু বিধ রস তার নাম কর কৃত ॥
 তদন্তরে সরোবরে রাজার নন্দন ।
 হস্ত পদ ধৌত হেতু করিল গমন ।
 পুনর্বার পুরীমাঙ্গে আসি নৃপশূত ।
 বেড়ান অঙ্গন মধ্যে হয়ে হর্ষ যুত ॥
 তদন্তর নিশাচরী আসি উত্তরিল ।
 ছেলে কুমারেরে বড় সন্তুষ্ট হইল ।
 বলে আজি সুপ্রভাত হইল আমার ।
 মনোমুখে নর মাংস করিব আহার ॥

নিভা নিভা মোরে ভাণ্ডি থাক লুকাইয়ে ।
 আজি মোরে বিধাতা দিলেন নিলাইয়ে ॥
 এত বলি ক্রুত চলি যায় ধরিবারে ।
 কুনারের কিছু বাত্ন ভয় নাই তারে ॥
 বলে আজি সপ্ত দিন আছি বাস করি ।
 এক দিন দেখি নাই এমন সুন্দরী ॥
 এই জনো এ নগরে নাই প্রাণী লেশ ।
 এতদ্ভ্য হইতে নষ্ট হয়েছে এদেশ ॥
 তার সমুচিত শাস্ত দিব এই ক্ষণে ।
 অচিন্ত্য পাঠাইব শমন সদনে ॥
 এত বলি মহাবলী সুসজ্জ হইল ।
 নিশাচরী সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
 দণ্ডে লক্ষ্যে মহাবীর ধরি বাহু বলে ।
 সে নিশাচরীয়ে ধরি পাড়িল ভুতলে ॥
 তাহে ক্রুশি সে রাক্ষসী কুমারে তখন ।
 ধরি করে ভূমিপরে করিল পতন ॥
 কখন কুমার হটে রাক্ষসী কখন ।
 ঘোর তর হয় রণ কে করে বর্ণন ॥
 কেহ কটীরে নাই পারে ছুজনে সোসর ।
 মাতঙ্গে মাতঙ্গে যেন পর্বত উপর ॥

এই রূপ মহা যুদ্ধ রাক্ষসী কুমারে ।
 বিস্তারিত সে সকল কে বর্ণিতে পারে ॥
 পরে ধীর ধীরে শির করে মুষ্ঠ্যাঘাত ।
 শব্দ করি নিশাচরী হইল নিপাত ॥
 হেরিয়ে হারিষ অতি হইয়ে কুমান ।
 ক্রান্ত পদ ধৌত করি এল পুনর্বার ॥
 হেতা ছয় ভ্রাতা শব্দ শুনিয়া অবগে ।
 সে নগরী পরিহরি ভয়ে গেল বনে ॥
 চলিল দক্ষিণ মুখে নৃপপুত্র গণ ।
 ভয় ভ্রাসে নিশ্চয় ভ্রাতাণ বহে বন ॥
 বলে সবে ছুরদ্রুত হেতু কলি কত ।
 রাজ্য ভ্রষ্ট ধন নষ্ট অনিষ্ট সতত ॥
 একি দার প্রাণ যায় উপায় কি করি ।
 অবল সাগরে ভাসি নাহি কুল তরি ॥
 এই মত রাজসুত গণ ভাবি পারে ।
 উপনীত হইলেন উদয় নগরে ॥
 তথা দেখে পুরী শোভা অতি মনোরম ।
 সুরাসুরে তিন পুরে নাহি তার সম ॥
 তদন্তরে ধীরে ধীরে প্রবেশে নগরে ।
 কে পারে বর্ণিতে যত অদ্ভুত ভিতরে ॥

তার পরে ভ্রমিরে স্থানে স্থানে তাহার ।
 দেখিল অপূর্ব এক পুরী চমৎকার ॥
 ননে ভাবে হবে এই রাজার ভবন ।
 হারেতে দেখি যে ঘণ্টা অতি সুশোভন ॥
 এসব দেখিয়ে তবে সকল কুমার ।
 দ্বারপালগণে জিজ্ঞাসিল সমাচার ॥
 শুনি দ্বারিগণ কহে সবিশেষ তার ।
 সোম দত্ত নাম ভূপ এই পুরী তাঁর ॥
 ঘণ্টা যেই আছে তার শুন বিবরণ ।
 রাজ কন্যা সকলের বিবাহ কারণ ॥
 সপ্ত সহোদরা তার। শরদের অঙ্গী ।
 বিকপ সে সব রূপে মেনকা উর্বসী ॥
 ধরাতে নাই আর তাঁদের সমান ।
 স্থির সৌদামিনী প্রায় হয় অনুমান ॥
 সকলে সমান রূপ সমান আকার ।
 কিছু মাত্র ভেদ নাই অতি চমৎকার ॥
 বড় ছোট নির্ণয় করিবে যেই জন ।
 সে হয় কুমারী তারে করিবে বরণ ॥
 হারিলে করিবে কারাবদ্ধ নৃপমণি ।
 এতে ঘাঁর ইচ্ছা হয় কর ঘণ্টা ধনি ॥

রাজপুত্রগণ শুনি এমন বৃত্তান্ত :
 কন্যাগণ প্রেম আশ হইল একান্ত ॥
 সেই দ্বারে আসি ক্রমে ছয় সহোদরে ।
 করিল ঘণ্টার রব নবে পারস্পরে ॥
 ঘণ্টা রব অরণে শুনিয়ে নররায় ।
 দূতেরে প্রেরণ কৈল আনিতে সহায় ॥
 দূতগণ দ্রুত গতি ছুপতি আশ্রয় ।
 উপনীত রাজপুত্র সকলো যথায় ।
 তদন্তর ভূতাগণ করি সমাদর ।
 নবান্ন সভার লয়ে করিল গোচর ॥
 সুবোধ নৃপতি অতি রাধিয়ে সম্মান ।
 সমাদরে সবাকারে করিল আহ্বান ॥
 পরিচয় লয়ে পরে আচ্ছাদিত মনে ।
 বসাইল যত্ন করি রত্ন সিংহাসনে ॥
 খাদ্য দ্রব্য আনি পরে বিবিধ প্রকার ।
 রাজপুত্রগণে সুখে করান আহার ॥
 তার পরে সজাকারে কহে নররায় ।
 মম পণ বিবরণ শুন মনুদায় ॥
 একাক্ষতি কন্যা মম আছে সপ্ত জন ।
 ছোট বড় চিনিলে পাইবে সেই জন ॥

না পারিলে কারাবদ্ধ রাখিব তাহারে ।
 অনুমতি হয় যদি আনি সবাকারে ॥
 এত শুনি কহে ছয় রাজার কুমার ।
 ছোট বড় চিনিব বিচিত্র কিবা তার ॥
 একথা শুনিয়ে তুর্ক হয়ে নৃপমণি ।
 দাসী প্রতি আজ্ঞাদিল আনিতে নন্দিনী ॥
 নানা অভরণ অঙ্গে করে বলবন :
 চরণে নৃপুর দিল নয়নে কজ্জল ॥
 গৌর অঙ্গে নানা রঞ্জে করি দিল শোভা ।
 দেখিতে সুন্দরী হল জগমনোলোভা ।
 স্ববেশ করিয়ে কন্যাগণ সখীসনে ॥
 সভা মাজে এল জিনি রাজেন্দ্র গমনে ।
 দেখি রূপ অপৰূপ ভ্রাতা ছয় জনে ।
 চিত্রের পুত্তলী প্রায় দেখে কন্যাগণে ॥
 চিনিতে অশক্ত হল জানিয়ে ভূপতি ।
 কারাবদ্ধ করিবারে দিল অনুমতি ॥
 আজ্ঞা পেয়ে ভৃত্যগণ লয়ে সবাকারে ।
 অন্য অন্য বন্দীসনে রাখে কারাগারে ॥
 হেন মতে রহে তথা রাজপুত্রগণ
 পরে কুমারের কিছু শুন বিবরণ ॥

রাক্ষসীয়ে করি বধ করিখ অন্তরে ।
 স্থান করিবারে পুন গেল সরোবরে ॥
 পুনর্বার পুরী মাঝে আসি নৃপসুত ।
 খাদ্য দ্রব্য যত সব করিল একত ॥
 দিবা অবসান হয় ভাবে মনে মনে ।
 কিহেতু এখন না আইল ভ্রাতৃগণে ॥
 তদন্তর বহির্দ্বারে বাহির কইয়ে ।
 করিল অনেক তত্ত্ব নগর ভ্রমিয়ে ॥
 হেন কালে দিবা অন্ত যামিনী আইল ।
 মনোভঞ্জে পুনর্বার গৃহে প্রবেশিল ॥
 ভ্রাতৃগণ বিচ্ছেদে কুমার ভাবে মনে ।
 স্নান ন্যাস হল তৃপ্ত রহিল নয়নে ॥
 বহুমত বিলাপিয়ে করয়ে রোদন ।
 বলে কোথা মোরে তাজি গেলে ভ্রাতৃগণ ॥
 ঈশ্বর নির্বন্ধ কর্ম বুঝিয়ে তখন ।
 প্রবোধিল আপনি সে আপনার মন ॥
 অনন্তর বিভাবরী প্রভাত হইল ।
 দুর্গা দুর্গা স্মরি রায় উঠিয়ে বসিল ॥
 প্রাতঃকৃত্য যে কিছু করিল সমাধান ।
 তদন্তর চিন্তা করে একপ বিধান ॥

ক্ষুধার কাতর আছি করিয়ে আহ্বার ।
 যথা ইচ্ছা তথা দাব এই যুক্তি সার ॥
 বিজ্ঞ বলে ভাল যুক্তি রাজার নন্দন ।
 চিন্তা স্থির কর কাৰ্য্য হইবে সাধন ॥

কুমারের রূপবতী কন্যা দর্শনে আসক্তি ।

তবে নৃপকূত, অতি চিন্তায়ুত, তাহে ক্ষুধাবিত,
 অধোবদনে ।
 শোকে জরজর, হইয়ে অধর, ভাবে নিরন্তর,
 আপন মনে ॥
 বিষম আঘাত, করে করাঘাত, গালে দিবে হাত,
 বসিয়ে ভাবে ।
 চক্ষে বহে জল, অন্তরে অনল, হইল প্রবল;
 ভ্রাতা অভাবে ॥
 অমূল্য রতন, তাই ছর জন, কোথায় গমন,
 করিল হায় ।
 জানিয়াছি স্পষ্ট, অদৃষ্ট অনিষ্ট, তাই হেনু কষ্ট,
 কিম্বদায় ॥

এত ভাবি বায়, না দেখি উপায়, চলিল ভ্রমায়,

সে সরোবরে ।

দৈবের ঘটন, শুন বিবরণ, অমূল্য রতন,

দেখে সত্বরে ।

এক সুবদনী, অনঙ্গ মোহিনী, কুরঙ্গ নখরী,

তটেতে বসি ।

করে ধনী প্রান, কি কব বাখান, যেন দীপ্তিমান,

উদয় শশী ॥

যাপি ত্রিভুবন, আছে যত জন, সদৃশ তেমন,

নাহি রমণী ।

কিবা সে সুমতা, অতি নব্য ভবা, নানা রস কাব্য,

জানে সে ধনী ॥

গজেন্দ্র গামিনী, ভাষা সুধা জিনি, পিক শুনি ধনি,

ধনি পাসরে ।

উকুর উপমা, নারি দিতে সীমা, রত্না তরু সমা,

কে বলে তারে ॥

কিবা সেই বালা, লাজেতে চপলা, হইল চপলা,

নয়নে হেরি ।

তার হাঁদি মাজে, কুচদয় সাজে, অমূল্য বিরাজে

গোপন করি ॥

হেরি চন্দ্রানন, ভাবি যে তপন, অতি চুঃখী মন,
গগনোপরে ।

নেল যুগ মীন, হেরিয়ে হরিণ, ভাবে নিশি দিন,
বন ভিতরে ॥

দেখি ওষ্ঠাধর, বিষ চুঃখান্তর, হইরে অন্তর.
পলায় লাজে ।

অতি চুঃখি মনে, নিন্দিয়ে আপনে, পশিল গোপনে
অরণ্য মাঝে ॥

কিবা দন্ত যুতা, হেরিয়ে মুকুতা, রত্নাকর বধা.
তথা প্রবেশে ।

রত্ন পেল যবে, তাহার প্রভাষে, রত্নাকর তবে,
নাম প্রকাশে ॥

পদের বর্ণনা, কে করে বর্ণনা, না পাই ভুলনা,
তিন ভুবনে ।

দেখিলে সে পদ, যায় হে বিপদ, কামের সম্পদ.
দেখি সে ধনে ॥

নিষ্কণ্টকে তার, কণ্ঠে কণ্ঠ হার; অতি গৌতাকার,
কুচ উপরে ।

তার গাত্র গন্ধ, পাইয়ে আনন্দ, সদা করে হৃন্দ,
অলি চকোরে ॥

দেখি সেই রূপ, কাম রসকূপ, সে নাথার কূপ।

বিরূপ হল।

শরদের শশী, ভূতলেতে খসি, কিম্বা অংশ মিসি।

জন্ম নিবা ॥

তবে রাজসুত, হয়ে হরষিত, শোক হল গত।

কামের বশে।

সুখা গেল দূরে, প্রেম সুখা হেরে, চলে ধীরে ধীরে।

রমণী পাশে ॥

শব্দ পেয়ে বনী, মনে ভয় গণি, পশিত অননি,

জীবন মাজে।

জীবনে পশিরে, ষথ কিরাইয়ে, সেকূপ হোবধে,

পাছিল লাজে ॥

দেখিয়ে লাবণ্য, বলে ধন্য ধন্য, শূন্য কবি শূন্য,

আইল শশী।

কিবা মুখ শোভা, মরিকিবা প্রভা, রতি মনোমোভা,

হবে সে দাসী ॥

কামের কামান, করিয়ে সন্ধান, বধিবারে প্রাণ,

এজন এল।

এ খেল সন্ধান, না বাঁচি বা প্রাণে, মরি মনাস্থনে,

কি করি বল ॥

মদন কল্যাণ, মরম গলায়, কিসে রাখা যায়,
একুজ মান ।

যদি এরে পাই, তবে সে জুড়াই, নতুবা হুখাই,
এছার প্রাণ ॥

একপ দেখিয়ে, মনেতে ভাবিয়ে, ঈষদ্ হাসিয়ে,
কহিছে বনৌ ।

কে তুমি হেতায়, কহ রসময়, নিম্ন পরিচয়,
বল হে শুনি ॥

দেব কি মানব, না হবে মানব, মনেতে সম্ভব,
হয় তোমারে ।

কিবা মায়া কারি, এলে এই পুরী, বল মত্য করি
তুমি আমারে ॥

কিবা তব নাম, কোথা তব ধাম, ওহে গুণধাম,
মিথ্যা না কবে ।

আমি হে অবলা, তাহে কুলবালা, মোরে করি ছল,
কি লাভ হবে ॥

দ্বিধ বলে শুন, কেন লো এমন, সন্ধিদ্ধ মনন,
হইয়ে ভাব ।

যে জন যেমন, মিলয়ে তেমন, বিধির ঘটন,
মিলন তব ॥

কুমার কপবতী উভয়ের পরিচয় ।

নরেশ নন্দন শুনি এতেক বচন ।
 হুহু হাসি মিষ্ট ভাষি কহিছে তখন ॥
 শুন সুবদনি ধনি কিছু নাহি ভয় ।
 দেবতা দানব নহি শুন পরিচয় ॥
 জম্বুদ্বীপে বঙ্গরাজ্যে কাঞ্চন নগর ।
 শ্রেষ্ঠ তম অনুপম খ্যাত চরাচর ॥
 সত্যধতি নামে রাজা তথায় বসতি ।
 ধন ধান্য পরিপূর্ণ ধর্মশীল অতি ॥
 গুণ জ্যেষ্ঠ রূপ শ্রেষ্ঠ সুদৃশ্য গঠন ।
 দুই ভাষ্যা নৃপতির সঙ্গম নন্দন ॥
 কনিষ্ঠা পক্ষেতে সূত আসি রসবতি ।
 সুরসেন বলি নাম রাঘব ভূপতি ॥
 এক দিন হৃগয়ার গিয়ে পিতৃ সনে ।
 আশ্চর্য্য হেরিয়ে আসি তাই সাত জনে ॥
 সবারে পাঠান পিতা তার অশ্বেষণে ।
 বহু স্থানে ভ্রমি পরে আসি এ ভবনে ॥

ক্রমে ক্রমে নগরেতে করিয়ে ভ্রমণ ।
 প্রাণী মাত্র কোন স্থানে না পাই দর্শন ।
 দেখিয়ে অদ্ভুত কাণ্ড না বুঝিয়ে অস্ত ।
 নগর সহোদরে রহি জানিতে তদন্ত ॥
 নিয়ম করিয়ে মোরা ফিরি ছয় জনে ।
 এক জন থাকে মাত্র রক্ষণ কারণে ॥
 এইরূপে ছয় দিন অতীত হইল ।
 অবশেষে মোর পালা কালি হয়েছিল ॥
 আমায় রাখিয়ে তাঁরা ছয় সহোদরে ।
 অশ্রাকৃচ্ছ গেল সবে ভ্রমিতে নগরে ॥
 পরে আমি খানা ভ্রবা করি আরোজম ।
 হেন কালে শুন এক নৈবের ঘটন ॥
 এল এক নিশাচরী বেগে অতিশয় ।
 দীর্ঘাকার কলেবর দেখি ভয় হয় ॥
 মেঘের সদৃশ তার গভীর গর্জন ।
 আইল আমারে পরে করিতে ভক্ষণ ॥
 তার পরে মোর সনে হল ঘোর রণ ।
 রণে পশি সে রাক্ষসী হইল পতন ॥
 তদন্তরে মোর সেই ভাই ছয় জন ।
 কোন স্থানে গেল তার না জানি কারণ ॥

সেই হেতু চিস্তাৰ্ণবে হইয়ে মগন ।
 যান হেতু আমি জলে হইয়ে বিনন ॥
 পরেতে তোমারে হেরে গেল সেই মুখ ।
 বিশেষ দাকুল চিত্ত হেরে তব মুখ ॥
 বর্ণনা অতীত তব ও বিধু বরান ।
 কাননে কুরঙ্গী করে কটাক্ষে পয়ান ॥
 অনুরে আমার আজি আনন্দ না ধরে ।
 দানন মনেতে মাত্র মিলন সম্বরে ॥
 কি নাম ধরহ তুমি বল সুবজ্রিনি ।
 কোথায় বসতি তব কাহার নন্দিনি ॥
 কাহার হৃদয়ে গারি বিচ্ছেদের স্থল ।
 এসেছ এখানে তুমি করিয়ে আকুল ॥
 দেবকন্যা হবে তুমি হেন লয় মনে ।
 মোরে হেরি জীমনে পণিলে কি কারণে ॥
 প্রাণী মাত্র নাহি হেতা শ্মশান যেমন ।
 নারী হয়ে এলে তুমি করিয়ে কেমন ॥
 বিস্তারিয়ে সে সকল कह সুধামুখি ।
 শুনিলে তোমার বাক্য ইহ তবে সুখী ॥
 বনী বলে শুন ওহে রাজার কুমার ।
 মম পরিচয় কথা कहিব বিস্তার ॥

হেথায় ইলাবর্ত নামে ছিলেন রাজন ।
 ধন ধান্য পূর্ণ মান্য বিখ্যাত ভুবন ॥
 এক রাণী ছিল তাঁর নাম প্রভাবতী ।
 অতি সত্য গুণবতী পতিপ্রিয়া অতি ॥
 তার গর্ভে জন্ম মম নাম কপবতী ।
 বিধির বিধিতে হেন হইল দুর্ঘটি ॥
 যেই নিশাচরী ভুমি করেছ সংহার ।
 সেই দুর্ঘটা হতে এই রাজ্য হারথার ॥
 এদেশে বসতি করি ছিল যত জন ।
 জীব মাত্র ছিল যত করেছে ভক্ষণ ॥
 মোরে দণ্ডিবারে দুর্ঘটা যখন আইল ।
 জীবনে পশিয়ে মম জীবন রহিল ॥
 দেবীর ক্রপায় পাই জীবনে আশ্রয় ।
 ভয়যুক্ত হয়ে তথা বঞ্চিত রসময় ॥
 তোমার কারণে নিত্য পূজি ত্রিলোচনী ।
 আজি তা সফল হল আইলে আপনি ॥
 নারীর জীবন বৃথা পতি নাহি ধার ।
 অনঙ্কিতে অঙ্গ স্বরে করিয়ে প্রহার ॥
 এইতো উদ্যান আর কোকিলের স্বরে ।
 আলির ঝঙ্কারে যেন শর হানে স্বরে ॥

অবলা পাইয়ে একা বসন্তের সেনা ।
 একত্র হইয়ে বধে নাহি শুনে মানা ॥
 জলেতে নিবায় অগ্নি শাস্ত্রের লিখন ।
 জলে থেকে আরো জলে একি ভাটন ॥
 বুঝিলাম অনল সে জলেতে নিবায় ।
 প্রেমানল মিলন বিহনে নাহি যায় ॥
 এত বলি নিকটেতে এল রূপরাশি ।
 নাগরের গলে দিতে পিরীতের ফাঁসি ॥
 রামারে দোঁহয়ে নৃপ স্মৃত হরষিত ।
 দোঁহে দোঁহাকার প্রেমে হইল বাধিত ॥
 কুমার পরমানন্দে কহে কন্যা প্রতি ।
 শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে আমার মিনতি ॥
 মহন হতেছে দেহ দুঃখ দাবানলে ।
 অজিতা শীতল কর তব প্রেম জলে ॥
 কি করি মনেতে মানা না মানে কিঞ্চিৎ ।
 এর চেষ্টা কর প্রিয়ে যে হয় উচিত ॥
 তদন্তর বিধুমুখী বিভোর হইয়ে ।
 বিশেষ ব্যাকুল হল অকথ্যে মাতিয়ে ॥
 বুঝিল নাগর মম উপযুক্ত বটে ।
 দ্বিজ কহে সুজন সুজন আসি ঘটে ॥

রূপবতী কুমারে গান্ধর্ব বিবাহ ।

তবে নাগরের মন, কটাক্ষে করি হরণ,

লয়ে চলে রাজার ভবনে ।

করেতে পরিষে কর, করি বহু সমাদর,

বসায় রতন সিংহাসনে ॥

তদন্তর উদ্যানেন্দ্রে, গিয়ে অতি পুলকেতে,

নানা পুষ্প করে আহরণ ।

গাঁথিল অপূর্ণ হার, তুলনা নাহিক তার,

মুগ্ধ হয় দেখিলে মদন ॥

রসিকা রসিকে কত, সাজাইল মনোমত,

মনোরঞ্জন করিতে নিরীহ ।

লজ্জা তর পরিহরি, নানা পরিহাস করি,

করিবারে গান্ধর্ব বিবাহ ।

তদন্তর নৃপসুত, মনে হরে হৃদযুত,

ভাবে কতক্ষণে হবে নিশি ।

বিধি কি সদয় হবে, দিবাকর দূরে যাবে,

শীতল করিবে আসি শশী ॥

ভাবিতে চিন্তিতে পরে, দিবাকর গেল দূরে,
নিশি আসি দিল দরশন ।

সুখাকর নিজ স্থান, করিলেন দীপ্তিমান,
দেখি দৌড়ে হরষিত মন ॥

মনো স্থখে ধনী পরে, পুষ্পমালা লয়ে করে,
নাগরের গলে পরাইল ।

তাহে হয়ে হরষিত, রসিক রসে মোহিত,
আব এক মালা করে নিল ॥

প্রিয়া গলে সমাপিল, বদনে বদন দিল,
শিহরিষে উঠে রাজবালা ।

চুম্বিতে বদন চাঁদ, মিলে গেল চাঁদে চাঁদ,
অন্তরে জ্বলিল কান জ্বালা ॥

মত্ত হল রসরাজ, মাধিতে আপন কাজ,
হইলেন চঞ্চল অন্তর ।

হয়ে অতি ব্যগ্র মতি, যাচ্ঞা করেন রতি,
রসবতী কহে ক্রমা কর ॥

আছেতো যামিনী নাথ, কেন হেন অকস্মাত,
অঙ্গ ভব স্নেহের সহায় ।

পরশে আমার প্রাণ, হয় এই অনুমান,
মরি বুঝি মদন জ্বালায় ॥

একে সন্তাপেতে মরি, নাহি নিবারিতে পারি,
কত সব অবলা সরলা ।

দ্বিধা বলে নাহি বাদ, সাধ দৌড়ে মনোমাদ,
নিবারণ হবে সব ছালা ॥

রতি ক্রিয়া ।

তবে নৃপশূত, মদনে পীড়িত,
ধরিল কামিনী গলে ।

হৃদয়ে লইবে, বদন চুম্বিয়ে,
বসন হরিল ছলে ।

কুচ যুগ করে, ধরিতে শিহরে,
কহিছে করুণা বাণী ।

না জানি রমণ, ওহে প্রাণ ধন,
কমহ নগর মণি ॥

উতলা হইয়ে, কলিকা দলিয়ে,
বল কি হইবে বঁধু ।

ফুটিলে সে কলি, তবে আসি আলি,
পিয়ে সে ফুলের মধু ॥

কেমন সাহসে, এনব বয়সে,
হানিবে কামের শর ।

ওহে রনরায়, ধরি তব পার,
 আজি মোরে ক্ষমা কর ॥

শুনিয়ে মাগর, রাসের মাগর,
 কহিছে সুন্দরী প্রতি ।

সহে না যাতনা, কি করি বলনা,
 প্রিয়ে দান কর রতি ॥

তাজিলে সে ভয়, হইবে নির্ভয়,
 ভাব হে কেন প্রলয় ।

তাজি হৃদি বাস, পূর্ণ কর আশ,
 বাজ নাহি প্রাণে সয় ॥

এতেক বলিয়ে, সহলে ছলিয়ে,
 কমলে পশিল অশি ।

সহলে সহলে, তুলি নিল কোলে,
 ধরিয়ে কমল কলি ॥

তবে রসবতী, কাজে দিল মতি,
 নাজে দৌহে রঙ্গরমে ।

কুটি প্রেমকলি, উঠিল উখলি,
 কাম বন তাহে ভাসে ॥

সুরসেনের শুকপক্ষী অন্বেষণে গমনোদ্যোগ ।

এই কপে নাগর নাগরী দুই জন ।
 নিত্য নবরসে করে রঞ্জনী বধন ।
 দৌহাকার প্রেমরসে দুজনে মোহিত ।
 নানা মত করে কেলি হয়ে ইন্ট চিত ॥
 কিছু দিন পরে ব্যগ্র নরেশ নন্দন ।
 বলে শুন প্রাণপ্রিয়ে আমার বচন ॥
 তব প্রয়োজনে কিছু না আসি বিদেশ ।
 মম প্রয়োজন আর আছেয়ে বিশেষ ॥
 এক দিন পিতৃ সহ যাইয়ে কাননে ।
 অপকপ পক্ষী এক হেরি ভাতৃগণে ॥
 ননোহর শুকবর অপূর্ব গঠন ।
 সুচিত্র বিচিত্র তার অঙ্গের শোভন ॥
 ধরিবারে ইচ্ছা ত্বারে করিয়ে রাজন ।
 ধীরে ধীরে যান পরে তাহার সদন ॥
 দেখি শুক মনোহুখ দিয়ে সেইক্ষণ ।
 অন্বেষিলে পাবে বলি করিল গমন ॥

শুনিযে এমন বাণী পক্ষীর বদনে ।
 চিন্তার চিন্তিত ভূপ ভাবি মনে মনে ॥
 তাহাতে উদাসবড় দেগিয়ে রাঙনে !
 পক্ষীর উদ্দেশে আমি ভাই সাত জনে ॥
 পরে তারা সঙ্গী ছাড়া হয়ে কোথা গেল
 আমার হৃদয়ে মারি বিরহের শেল ॥
 সে শোক হইল দূর তোমার মিলনে ।
 একগুণে সে খেদ প্রিয়ে বিহঙ্গ বিহনে ॥
 যখন এনেছি আমি তাহার সন্ধানে ।
 যথায় উদ্দেশ পাব যাব সেই স্থানে ॥
 ইহাতে যদিপি হয় পতন শরীর ।
 তবু না ভাবিব কষ্ট এই যুক্তি স্থির ॥
 যদি কিছু জ্ঞান প্রিয়ে তাহার সন্ধান ।
 কহ দেখি বিধুমুখি মম বিদ্যমান ॥
 এত শুনি শিহরিয়ে কর্ণে দিয়ে হাত ।
 বলে একি নিদারুণ বহু প্রাণনাথ ॥
 জানি সে পক্ষীর কথা বড়ই ছুফর ।
 নহেতো তোমার সাধ্য পথ ভয়কর ॥
 হিঙ্গলাটে শুভাঙ্গদ নামে নৃপমনি ।
 মনোরমা কন্যা তার নাম সুরঙ্গিনী ॥

সৌদামিনী ত্রিনি তার রূপের দাখান ।
 শুনি কণ শুরাসুরে হয় হতজ্ঞান ।
 শুনেছি দুষ্কর তার বিনাহের পণ ।
 বুঝিবে রসিক ধারে করিবে বরণ ।
 শুনি যত নৃপসুত হয়ে অভিলষী ।
 গিয়ে না পাইয়ে তারে হয়েছে সন্ন্যাসী ॥
 তার কাছে আছে সেই শুক মনোহর ।
 কেমনে পাইবে তারে বল গুণাকর ॥
 যদি কোন মতে তথা দেখা পাও তার ।
 না হইবে কার্য্য সিদ্ধি পরিশ্রম সার ॥
 হেন কাজে কেন তথা যাবে গুহে প্রাণ ।
 আমার হৃদয়ে মারি বিচ্ছেদের বাণ ॥
 শুনি নৃপসুত কয় যাব তথাকারে ।
 ভাগ্যে যাহা আছে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥
 তুমিতো অবলা বাল্য না জান কারণ ।
 নিরাশ্রয়ে আশ্রয় আপনি নারায়ণ ॥
 অতএব প্রিয়ে মোরে কর হে বিদার ।
 দ্বিজ বলে শীঘ্র চল বিলয় না সর ॥

মুরসেনের কাননে কালিকার সিদ্ধি মন প্রাপ্তি।

তদন্তর নৃপসুত, জাবি মনে মানা মত,
সাধে কামিনীর ধর করে।
বলে শুন প্রাণপিয়, মনেতে প্রফুল্ল হয়ে,
কর মোরে বিদায় সত্বরে ॥

স্বত ব্য সাধিয়ে পরে, আসিব তোমার পুরে,
চিন্তা কিছু না করি মনে।
তুমি যদি হও বাম, না পূর্বে মনকাম,
যদি মিলে সে তোমার গুণে ॥

এত শুনি রসবতী, হায় অতি স্নানমতি,
নয়নে বহিছে বারি ধারা।
বলে শুন প্রাণকান্ত, যদি হে বাবে একান্ত,
নিতান্ত হইব প্রাণে সারা ॥

কেমনে জীবন ধরি, তোমাতে বিদায় করি,
যদি সখা ত্যজিয়ে যাইবে।
দাসীয়ে রেখ স্মরণ, না করিব নিবারণ,
তাহে তব অশুভ হইবে ॥

এতেক বিলাপ পরে, বিলায় করি নাথরে ।

চিন্মানে কাতর জীবন ।

মৃপস্কৃত তদন্তরে, প্রবেশিয়ে প্রেমসীবে,

অশ্রাকণ্ঠে করিল গমন ॥

বিগ প্রয়োজন আশে, অশ্রি নানা দেশে দেশে,

অবশেষে প্রবেশে কামন ।

হেরে রক্ত অগণন, ফল ফুলে সুশোভন,

বসি তথা ভাকৈ পিকগণ ॥

তবে ক্রমে যুবরাজ, নিবিড় অরণ্য মাজ,

প্রবেশিয়ে আগিল ভাবিতে ।

তাছে পশুগণ সব, করে ভয়ঙ্কর রব,

মহাভয়ে না পারে চমকিত ॥

ভাবিয়ে চিন্তিতের পরে, দৃষ্টি করি কিছু দূরে,

দেখে এক আশ্চর্য্য বাপাব ।

পুরি এক সুনির্ম্মিত, চতুর্দিকে সুশোভিত,

বর্ণিয়ে কি শোভা কথ ভার ॥

তথা গিয়ে উত্তররে, পুরি মধ্যে প্রবেশিয়ে,

দেখে ত্রিলোচনা শবাননা ।

মুণ্ডমালী ভয়ঙ্করী, অসিধারি দিগম্বরী,

ঘনকপা মহাস্য বদনা ॥

ভক্তি ভাবে তদন্তরে, লোড় করি ছুটি করে,
 প্রণমিল দেবীর চরণে ।
 হরিষেতে পূজা করে, স্তব আরতিলাগে
 মন আশা পূরণ করেণে ॥

দেবার স্তব ।

নমস্তে জগত্তমাতা কালি কদম্বিনি ।
 কটাক্ষে কলুষ নান ভূতন বিনাশিনী ॥
 চতুর্বেদময়ী কত্রি শিবা সৌন্দর্যিনি ।
 অনাদ্যে আরাধ্যো মিত্রো কালম্বকশিখি ॥
 নমস্তে ভূমার হস্তি ত্রিগুণধারিণি ।
 সর্বঘটে শক্তি আশা ভূবন ব্যাপিনি ॥
 হতী কত্রী মুক্তি দাত্রী কুলকুণ্ডলিনি ।
 মঙ্গল বিধাত্রী জগদ্ধাত্রী নিস্তারিণি ॥
 আদ্যে মাধ্যম্যে মহাবিদ্যে ভক্তের জননি ।
 জয় যুক্ত কর তারা ঐশান গৃহিণি ॥
 তব তত্ত্বজ্ঞানি মনে ভব নিস্তারিণি ।
 নিগুণেরে কর কৃপা মহেশমোহিনি ॥
 আমি মা তোমার দাস কিছু নাহি জানি ।
 তপ জপ তন্ত্র মন্ত্র তুমি গো ঐশানি ॥

একপে করিয়ে স্থিতি লোটার ধরণী ।
 হৃদগদ দেখি তুলি জগত জননী ॥
 ভকত বৎসনা মাতা তাপিত তা রণী ।
 কিবা ভক্তাদীনা দেবী ভকত পালিনী ॥
 ভব জায়া ভক্ত প্রতি হরে রূপাবান ।
 নৃপসুতে সিদ্ধ মন্ত্র করিলেন দান ॥
 বলিলেন এই মন্ত্র করিয়ে পঠন ।
 যথা ইচ্ছা যাবে কেহ না পাবে দর্শন ॥
 আর তব বাঞ্ছিত বা আছে প্রয়োজন ।
 মম নরে সিদ্ধ তব হইবে মনন ॥
 এমত শুনিরে তুষ্ট নরেশ নন্দন ।
 এক মনে প্রণমিল দেবীর চরণ ॥
 স্থিতি স্থিতি প্রলয়কারিণী তুমি শিবে ।
 নিজ গুণে দীন দ্বিজ-বাক্য পূরাইবে ॥

কুমারের হিঙ্গলাট নগরে উপনীত ।

নৃপসুত তদন্তর, তথা হতে শীঘ্র তর,
 বহির্ভূত হইয়ে তখন ।

মহানন্দে যায় চলি, হয়ে অতি কুতূহলী
নানা স্থান করিয়ে ভ্রমণ ॥

হেন মতে সে কাসন, ছাড়ি নৃগতি নন্দন,
চতুঃপাশ্বে দেখে নেহারিয়ে।

কত দূরে দৃষ্টি হয়, তপন কিরণ প্রায়,
দেখি তায় চলিল খাইয়ে ।

যেতে যেতে করে নানা, মনে মনে বিবেচনা
উদয় অচল এই হবে ।

কিন্তু হেন মনে লয়, হবে কোন দেওয়ান,
বুঝা যায় দোষটির প্রভাবে ॥

নিকটস্থ হানে পর, দেখে অপূর্ব নগর,
বিচিত্র নিশ্চিত রাজ ধাম ।

হেরি বিনোদিত চিতে, প্রবেশিয়ে স্বরাষিতে,
হেরে শোভা অতি অনুপাম ॥

প্রাচীরেতে চারি ভিত, সে নগর সুবেষ্টিত,
চারি দ্বার তাহাতে শোভন ।

পুষ্পোদ্যান তরুগণ, স্থানে স্থানে সুশোভন
দেখি হয় মন উচাটন ॥

মল্লিকা মালতী জাতি, দেখিতে সুন্দর অতি,
চম্পক গোলাপ শোভা পায় ।

আনন্দ-বিলাস ।

তমাল তিস্তাল তাল, আম জাম সুরসাল,

তাহে বসি পক্ষী গান গায় ॥

কিছু দূরে মরোবর, দেখে অতি মনোহর,

কাপনে সোপান বসু তার ।

নানা জাতি পুষ্প তার, দেখে মতি শোভা পায়,

দুলনা নাহক বসু তার ॥

এমন আশ্রয় হবে, মহানন্দ করে পরে,

তার মধ্যে করিরে প্রবেশ ।

নৃপতি নগর নান, জানিবারে গুণধাম,

প্রজাগণে জ্ঞানসে বিশেষ ॥

শুনি প্রজাগণ কয়, শুনি ওহে মহেশ্বর,

কহি শুনি করি প্রণিধান ।

চিক্কলাটি দেশ প্যাত, শুভাঙ্গন নরনাথ,

প্রতাপেতে শমন সনাম ॥

সবে এক কন্যা তার, রূপ অতি চমৎকার,

রক্তি এক রতি তার কাছে ।

সে কন্যা স্বরূপ আর, রূপ কি আছয়ে কার,

ত্রিভুগত মধ্যে যত আছে ॥

এসব বিবাহ শুনি, আনন্দিত গুণমণি,

অবুলে পাইল কুলতরি ।

ত্বর্য করি যুবরাজ, চলিল নগর মাজ,
 অশ্ব রাখি অতি ধিরি ধিরি ॥
 দেখিছে নগর শোভা, দেবতার মনোলোভা,
 গৃহদ্বার কাঞ্চনে রচিত :
 মধোতে চাঁদনী চক, করিছে বাক মক,
 প্রস্তর প্রদালো সুখচিত ॥
 বাল্যখানা পরে কত, মহত শত শত,
 মরি কিবা হতেছে আওয়াজ ।
 ভূপতি নগর মাজে, সেনাগণ নানা মাজে,
 দস্তে লম্ফে করিছে কাওয়াজ ॥
 এমতে বাজিছে নানা, মৃদঙ্গ পিনাক বীণা,
 সঙ্গস্বরে বাজে সগুসরা ।
 কে বর্ণিতে পারে কত, বাজে বাদ্য কত মত,
 জাহাঙ্গীর কিবা মনোহর ॥
 দো. যে নগর শোভা, মণিকাঞ্চনের প্রভা,
 প্রশংসা করিল বহুতর ।
 সম্মুখে দেখিল কিবা, সরোবর মনোলোভা,
 সোপানেতে বাঁধা মনোহর ॥
 চারিধারে পুষ্পান, দেখিবারে সুশোভন,
 গন্ধ বহে মলয়া পবনে ।

শ্বেত রক্ত নীল পীত, কত পুষ্প প্রস্ফুটত,

ভ্রাণ প্রাণে পীড়িত মদনে ॥

আকুল হইয়ে প্রাণে, বসিলেন সেই স্থানে,

মনোমধ্যে ইহুগে ভাবিত ।

ভানু অন্তাচলে যায়, দামিনী আগত প্রায়,

বাসা হেতু বিশেষ চিস্তিত ॥

হেন কালে শুন বাণী, এল এক গৌরামিনী,

নাম তার কেতকী সুন্দরী ।

অঙ্গেক বয়স গত, তবু চাঁট নামামত,

হাস্য মুখ জুগার লহরী ॥

হেরি কুমারের রূপ, বলে এ কি অপরূপ,

এমন না হেরি কোন দেশে ।

যদি করে বাসে বাসা, তবে পূরে মন আশা,

মহানন্দে লয়ে যাই বাসে ॥

এত বলি হেমে হেসে, জিজ্ঞাসে কুমারে এসে,

কেবা তুমি কোথা আগমন ।

আছ কোথা বাসা করি, বল মোরে সত্য করি,

বিস্তারিত তব বিবরণ ॥

এত শুনি নৃপসুত, মনে হইল পুলকিত,

বলে শুন বিবরণ কই ।

দেশ পর্য্যটন ভরে, আইলাম এনগরে,
 তত্ত্ব করি বাস! পাই কই ॥

শ্রুতি গোপী পুন কর, শুন শুন মহাশয়,
 আমি অতি ভুখী গোয়া লিনী ।

ভুক্ত বেচি রাজবাসে, সবে মোরে ভালব স্নেহ
 নিজ বাসে থাকি একাকিনী ॥

ঘৃণ! যদি নাহি হয়, এস তবে নমালয়,
 বাসা দিবে রাখিব যতনে ।

যখন যা চাবে তুমি, মিলাইয়ে দিব আমি,
 সাধ্য মম অসাধ্য সাধনে ॥

রায় ভাবে ভাল হল, কালো মোরে মিলাইল,
 ইহা হতে পাইব উদ্দেশ ।

অধালে শুনিতে পাব, ভূপের তদন্ত সব,
 বিশেষ পক্ষীর সবিশেষ ॥

এই যুক্তি করি সার, কহে নরেশ কুমার.
 তুমি মম মার সম মাসী ।

দ্বিজ বলে সত্য বাণী, বাহ সঙ্গে গুণমণি,
 মিলে গেল মাসী কি হিতাশী ॥

কেতকীর নিবাসে কুমারের গমন ।

তনুশূর দুর্গা বালি চলিল হ্রিত ।
 গোয়ানির্মা বাসে আমি বল উপনীত ।
 বাছিয়ে উত্তম গৃহ কেতকী বাসনী ।
 কুমারে রাখিল লয়ে অতি যত্ন করি ।
 আমি দিল ধরে ধরে নানা উপহার ।
 ভোজনান্তে শুইলেন রাজার কুমার ।
 প্রভাত কালেতে উঠি আমি ভগবান ।
 প্রাতঃ কৃত্য যে কিছু করিল সমাধান ।
 মধ্যাহ্নেতে স্নান পূজা করি নিয়মিত ।
 রন্ধন ভোজন আদি করিল হ্রিত ।
 উত্তম শয্যায় পরে করিয়ে শয়ন ।
 মনে মনে চিন্তা করে নিজ প্রয়োজন ॥
 কি মতে পাইব আমি সেই পক্ষিবরে ।
 নানা ভাবে ভাবি ভাব অনুভব করে ॥
 মাশী বলি কেতকীকে ডাকিল তখন ।
 আজ্ঞা মাত্র এল গোপী কুমার সদন ॥

রাগ হাসি বলে মা'সি সুনহ বচন ।
 শুনিবারে ইচ্ছা এই দেশ বিবরণ ।
 রাজার চরিত্র কিবা কহ না মান্যারে ।
 কি মত প্রভাব তাঁ'ন ইচ্ছা শুনিবারে ॥
 কন্যা পুত্র কয় জন কিবা নাম তাঁর ।
 বিস্তারিবে কহ নে সকল সমাচার ।
 মেতকী হাসিয়ে বলে সুন হে সুজন ।
 বড়ই প্রভাপ বড় পণ্ডিত রাজন ॥
 পুত্রহীন নরপতি কন্যা এক জন ।
 অপরূপ রূপ তার অতি সুলক্ষণ ॥
 পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম তার ।
 বিয়ের কারণ রাজ্য ভাবে অনিবার ॥
 কল দেশ হতে এল রাজার নন্দন ।
 তুচ্ছ জ্ঞানে তা' সবারে না কৈল বরণ ॥
 কি জানি কি মত তার বুঝিত না পারি ।
 নাহিক কপালে বিয়ে অনুভব করি ॥
 রমিকা রমণী বড় এই তার পণ ।
 যে হবে রমিক তারে করিবে বরণ ॥
 তুমি রূপবান বট শাস্ত্রেতে নিপুণ ।
 ইহা যদি পার বুঝি তবে তব গুণ ॥

যদি বল বলি গিয়ে রাজার মদন ।
 কুমার বলিল নাসী কিবা প্রয়োজন ।
 না জানি তাহার গুণ কি মত হইবে ।
 বুঝিতে পারিলে করি পরিশ্রম তবে ।
 লাড়া দিয়ে সাড়া যেন পায় গৃহস্থের ।
 পারি কি না পারি আগে পাই তার তের ॥
 এত শুনি কেতকী তাহাতে দিল শায় ।
 দ্বিজ রূপা বলে দ্বিজ সুধারস পায় ॥

কুনারের রাজ ভবনে কেতকীর সঙ্গে গমন ।

ভাবে রায় তদন্তরে, কেমনে পাইব তারে,
 মনে মনে করে বিবেচনা ।
 হয় প্রাণেতে আকুল, নাহি পায় কোন কুল,
 বসি নানা করয়ে ভাবনা ॥
 না ছেয়ে মদন বাণে, দক্ষ করে মম প্রাণে,
 কি করিব ইহার উপায় ।
 বুঝি বিধি নিজ করে, গঠিল সে প্রেমসীরে,
 ভেদিবারে আমার হৃদয় ॥

ক্ষণে কহিব হায় হায়, এরা কি ঘটিল দায়,
 আসিয়াছি শুক পক্ষী তরে ।
 নাহি পাই তার টের, হইল বিষম কের,
 মনোজ্ঞ কহিব কাহারে ॥
 দে রূপ নদী পাখার, কেননে হইব পার,
 কি হবে না দেখে যে উপায় ।
 পাব কি না পাব তারে, ইচ্ছা হয় দেখিবারে,
 তবে মনে নরেশ তব ॥
 হেন কালে গোয়ালিনী সজ্জা করি চলে ধনী,
 ছুফ দিতে ভূপের ভবনে ।
 তা দেখি নাগর রায়, চিন্তায় চিন্তিত কার,
 বলে যাব কেনন বিধান ॥
 বিধির বিধির বশে, বাইতে সুন্দরী পাশে,
 সিদ্ধ মন্ত্র হইল স্বরণ ।
 নগ্নের প্রভাব জন্য, দেখিতে না পায় অন্য,
 পুলকিত কুমার তখন ॥
 চলিল কেতকী সঙ্গে, আপনার মনোরঙ্গে,
 মনে ভাবি অহেশমোহিনী ।
 দীন বিজ দিল মায়, বাহ মাক সুপালর,
 দেখা পাবে নরেশ নন্দিনী ॥

কুমারের নৃপ কন্যা দর্শন ।

চলিল কুমার তবে কেতকীর সঙ্গে ।
 না পায় দেখিতে কেহ মস্তকের তরঙ্গে ॥
 উপনীত রাজ বাসে কেতকী সুন্দরী ।-
 কুমার সম্ভাব বড় দেখি রাজপুত্রী ॥
 ভূপের ভবন শোভা ভুবন মোহন ।
 দৃষ্টি মাত্র নৃপসুত বিমোহিত মন ॥
 ভ্রূক দিতে কেতকী গেলেন রাণী কাছে ।
 মনো রঞ্জে চলে রার তার পাছে পাছে ॥
 এই মতে সবাকার ভবন দেখিল ।
 রাজ নন্দিনীর পাশে শেষেতে চলিল ॥
 রত্ন পালঙ্কেতে তথা নম্রথমোহিনী ।
 সখীগণ বিনায়ে দিতেছে শিরে বেশী ॥
 একেত কপসী তাহে বরষ মোড়শী ।
 কপাছটা দেখি স্তান হয় ভায় শশী ॥
 অধিক কি কব কপ ভুবনমোহিনী ।
 দেখি জনদের আড়ে লুকার দামিনী ॥
 কপসীর হেন কপ কুমার হেরিয়ে ।
 তর্ক করি নানা স্তম্ভ না পায় ভাবিয়ে ।

ভাবতো কুমার মনে ভাবিরে উপায় :
 হুড়িহুড়িহুড়ি প্রায় আইল বাসায় ॥
 পরেতে কেতকী রঞ্জে নানা সজ্জা করি ।
 উপনীত ধনী পাশে গমনেন্তে করী ॥
 একে বিরহিনী কাছে বসন্ত উদয় ।
 মল্লিক অনিল অগ্নি বহিছে তথায় ॥
 পিকরণ বৃহৎকারে করিতেছে গান :
 শুনি সেই বসি উড়ে ধনীর পরাণ ॥
 বিবন জ্বালার ব্যস্ত নিশি দিন প্রাণী ।
 কুহু মনে ভাবে বসি নৃপের নন্দিনী ॥
 ইতি মধ্যে উত্তরিষ কেতকী আসিয়ে ।
 কি কর নাতিনি বলি সম্ভাষিল গিয়ে ॥
 আয় বলি সুরঙ্গিনী সম্ভাষিল তারে ।
 বলে তব স্নেহলেশ নাহি নাতিনীরে ॥
 আপন আপন করি ভাতি যার তরে ।
 সে জন আপন করি না জানে অন্তরে ॥
 প্রেমাসক্তিকৃত চিত্ত হয় জেই জন ।
 অন্য দুখে দুখী সেই বিখ্যাত ভুবন ॥
 এত শুনি হাসি হাসি কহে গোয়ালিনী ।
 কৃপা করি শুন আগে এদাসীর বাণী ॥

তোমার পালিত দেখ করিয়ে ধারণ ।
 তব উপকার না করিব কি কারণ ॥
 নিজ অগ্নি তব পাশে যাতায়াত করি ।
 কোন কথা মম প্রতি না कह সুন্দরি ॥
 যে তব দারুণ পণ নরেশ নন্দিনি ।
 প্রেমের মহিমা তুমি জানিবে কি কিনি ॥
 কেন আর ঠাটি ছলা কর মম পাশে ।
 তুমি লহ শীঘ্র আমি যাই নিজ বাসে ॥
 এই মতে রম্য ভাসে কথা দুই জনে ।
 পরে গোপী বাহড়িল আপন তবনে ॥
 আদ্য অম্ব আসিয়ে কহিল শুধাকরে ।
 শুনি তুমি বরায় আপন অন্তরে ॥
 কেতকীর কথা রায় করিয়ে অবগত ।
 অন্তরে হইল আশা আমি উদ্দীপন ॥
 বিকল হইয়ে প্রাণে বাস্ত হল অতি ।
 নলে কিকপেতে পাব সেই রমবতী ॥
 যদি কোন মতে দিগে আইলাম হেরে ।
 উপায় না পাই কিন্তু কপালেন ফেরে ॥
 বিধাতা বিগুণ ঘায়ে ঘটে তার হেনা ॥
 মিছে মিছি তার জনো ভাবি আমি কেন ॥

দ্বিজ বলে রসরাজ কি তার ছতান ।

নিশি যোগে যাহ পূর্ণ হবে তব আশা ॥

কুমারের নিশাযোগে মননো- যোগ ।

তদন্তর ল্পপুত, মনে হয়ে হর্ষহুঃ,

বাইতে সুনামী বরাবরে ।

কেনন সময়ে দাব, এই মত অল্পভব,

করে রায় আপন অন্তরে ॥

দিবাভাগে গেলে তথা, চাইবে সকল সুখা,

কার্য মিছ না হুবে কখন ।

গৌপীকে ছলনা করি, নিশাযোগে তার পুরি,

যাব হেন কৈল নিকপণ ॥

এত তাবি কেতকার, ডাকিয়ে কুমার ধীরে,

চতুর চাতুরী করি কয় ।

দৈববল বিনা বল, নাহি দেখি অন্য বল,

শুন এই করেছি নির্ণয় ॥

রাত্রি যোগে গৃহে বসি, রব আনি সারা নিশি,

করিব দীপ্তর আরাধন ।

নজান করিলে আর, নাহি পাবে সমাচরণ,

সিদ্ধ না হইতে প্রয়োজন ॥

শুনিয়ে কেতকী কয়, কি কাজ নাগর রায়,

মোর করি ভোমকে নজান ।

হাতে হয় সিদ্ধ বাত, তাহা কর ধুবরাজ,

ভানি মদ্য শাস্ত্রে জ্ঞানবানান ॥

এত বলি পূর্বমত, অগ্নি প্রয়োজন যত,

থবে ধরে দিল কুমারেণে ।

ব্রহ্মন ভোজন দায়, সমুদায় করি সাগ,

নাশন করিল শব্দ্যপরে ॥

কন্যার আশা কত, মনে মনে চিন্তাবিত,

আশাপদ রহিল নিরখি ।

হেন কালে দিবা গত, রজনী হল আগন্ত,

দেখি অতিশয় হল সুখী ॥

স্থখে শব্দ্য পরিহারি, উঠে রায় তরু করি,

সম্বাদি করিল সমাধান ।

তদন্তর নৃপসুত, হইলেন সুসজ্জিত,

বাইতে সুন্দরী বিদ্যমান ॥

মস্ত্র পাড় চলে রায়, কেহ না দেখিতে পার

উপনীত কন্যার আগারে ।

দাস দাসী যত জন, নাহি পায় দরশন,
 গোপনে রহিল তথাকাবে ॥
 গ্রহর বাসিনী যবে, নিদ্রাগত হ'ল যবে,
 ধীরে ধীরে চলে রসরায় ।
 কিঞ্চিৎ চিন্তিয়ে মনে, প্রবেশিয়ে নে বদনে,
 দেবে কত গালকু তথায় ॥
 চতুঃপাশ্ব' আছে ঘেরে, রজত গালকোপদে,
 সখীগণ হয়ে শোভাযিত : ।
 তার মণো সুশোভিত, কাঞ্চনেতে সনির্গত,
 সুদীপ্ত প্রসূরে প্রবেশিতা ।
 সে পালোকে পরে ধনী, নিদ্রা যায় সুবদনী,
 বেন ভ্রমে চন্দের উদয় ।
 মাণিকের আভরণ, অঙ্গে আছে সুশোভন,
 দেখি রায় হইল বিজয় ॥
 মনে মনে নানা মত, তর্ক করি নৃপসুত,
 কিছু স্থির করিতে নারিল ।
 ক্ষণে মনে করে রায়, সুবর্ণ লতার প্রায়,
 নহে কিহা হইবে তরল ॥
 বুঝি তার অভিপ্রায়, মুছ হাসি দ্বিজ কর,
 রসরাজ ঐ সে সুন্দরী ।

কন্যার সমান কান্তি, অন্য রূপ তব ভ্রষ্ট,
 শুন রূপ বা কহিতে পারি ॥

দ্বিজ কর্তৃক রূপ বর্ণন ।

কেন রসময় তুমি ভাবিছ অন্তরে ।
 স্বর্ণলতা জ্ঞান কর নৃপনন্দিনীরে ॥
 চন্দ্র কি হইবে ও রূপের প্রতিকূপ ।
 কোটি চন্দ্র হইলে না চইবে স্বরূপ ॥
 একপের মন রূপ না দেখি নয়ান ।
 উপমা দিবার যোগ্য কি আছে ভুবনে ॥
 দেখে নীল পটবস্ত্রে অঙ্গ শোভা করে ।
 ব্যাপিল শরদ চন্দ্রে যেন জলধরে ॥
 চাঁচর চিকুরে ও যে দেখে পৃষ্ঠে বেণী ॥
 গন্ধচের ভয়ে ওতো লুকাইয়ে কণী ॥
 ভালের উপরে দেখে সিন্দুরের শোভা ।
 না হয় তুলনা যাহে অরুণের আভা ॥
 মৃগমদ বিন্দু কুণ্ডলিত হয়েছে ।
 অরুণ প্রাসিতে যেন রাহুতে চলেছে ॥

তাহার নিবন্ধে কিবা চন্দ্রনের রেখা ।
 দ্বিতীয়ার চন্দ্র আসি যেন দিল রেখা ॥
 ত্রুতর ভঙ্গিমা কিবা পরশিয়ে শ্রুতি ।
 চতাইয়ে গুণ যেন আছে রতিপতি ॥
 শুক চঞ্চু শিনি নাসা বড়ই সুন্দর ।
 রক্তনে করিত তাহে ছলিছে বেমর ॥
 শোভিত মুকুতা তাহে দীপ্তি করে মণি ।
 পঞ্চতের মুখে যেন কম্পমান করী ॥
 কি দিব তুলনা তার মুখের উপমা ।
 জগতে না পাই কিছু করি তার সীমা ॥
 অনন্ত আদর হয় যখন দেখিয়ে ।
 তাহার তুলনা যোগ্য না পাই ভাবিয়ে ॥
 অরুণ জিনিয়ে কিবা অধর সুন্দর ।
 না হইবে পকু বিষ তাহার সোমর ॥
 তাহার মধ্যেতে কিবা দশন শোভিত ।
 কুন্দ কুমুমেতে যেন অরুণ উদ্ভিত ॥
 নেত্রদ্বয় নীলাঙ্গ আছে প্রস্ফুটিত ।
 তারক ভ্রমর কিবা তাহাতে শোভিত ॥
 নাচিছে ধঞ্জন কিবা কমল উপরে ।
 কিবা শশি রশ্মি পান করয়ে চকোরে ॥

শ্রুতি মূলে রতন কুণ্ডল শোভা ধরে
 জিনিষে শরদু শশী কলমল করে ।
 ঢাকে যদি অর্ক মুখ বসন অঞ্চলে ।
 পূর্ণ চন্দ্র ঢাকে যেন ঘন মেঘ দলে ॥
 কিবা সে উন্নত কূচ অতি সুশোভিত
 সুমেক্ষ শিখরে যেন মহেশ উদ্ভিত না
 রতন জড়িত মণি বক্ষে সুশোভন ।
 উদয় গিরিতে যেন উদ্ভিত তপন ॥
 নাভি কূপ হইতে উদ্ভিত লোমানলি ।
 সুখা আশে ধায় যেন পিপীলিকা চলি ॥
 মাণিক মৃণাল বিনি ভুজ শোভা করে ।
 স্তল পদ্ম প্রস্ফুট যেন স্তল পরে ॥
 কতেক কহিব আর শুন রসরাঙ্গ ।
 বিলম্বে কি ফল সিদ্ধ কর নিজ কাজ ॥



কুমারের সুন্দরীকে দর্শন ও
 চিহ্ন রাখা ।

তবে নৃপসুত, হয়ে হর্ষ যুত, :
 উপনীত সে মদনে ।

দেখি রূপ তার, ভাবে চমৎকার,

অধৈর্য হইয়ে প্রাণে ॥

বলে বিধি হয়, আমারে সময়,

বাসনা পূরয়ে তবে ।

নান্দুরা জীবন, কি কাজে ধারণ,

যজ্ঞগা মহিমে তবে ॥

মল্লেশ নন্দন, করিয়ে চিন্তন,

মনেতে ভাবিয়ে ভোর ।

চিহ্ন না রাখিয়ে, যাইব ফিরিয়ে,

এ নথ উচিত মোর ॥

এই মত স্থির, করিয়ে সুধীর,

বস্ত্র বদলিয়ে লয় ।

তায়ুলের রাগ, দিয়ে ভাছে নাগ,

বাহড়িয়ে চলে রায় ॥

রাখি প্রাণ মন, করিয়ে গমন,

প্রবেশে কেতকী পুরে ।

সংলোপনে রায়, আপন শয্যায়,

শয়ন করি পুরোঁ ॥

কিছু কণাস্তরে, নিশা গেল দূরে,

উঠি পরে রসময় ।

প্রাতঃ স্নাত্য যত, সারিয়ে ভাবত,
ডাকিয়ে গোপীরে কয় ॥

শুন মাসি তুমি, যাহ শীত্ৰগামী,
নৃপবালা বরাবর ।

কি করে সে জন, জানি বিবরণ,
আসি বল নীচ তর ॥

এখানে স্কন্দরী, গাত্ৰোথান করি,
আপন অঙ্গেতে চায় ।

অঙ্গের বসন, করি নিরীক্ষণ,
হৃৎশ তাবয়ে তায় ॥

বলে কে ছলিয়ে, বাস বদলিয়ে,
কেমনে লইয়ে যায় ।

পুন ধনী হেরে, বসন উপরে,
তান্বলের দাগ তার ॥

কে করিল হেন, না বুঝি কারণ,
যে হক চোরের কন্ম ।

যদি চোর বলি, কেন যাবে ছলি,
না বুঝি ইহার অশ্র ॥

দেব কি মানব, কমে কি মানব,
অসম্ভব কাজ তার ।

দুয়ারে প্রহরী, আছে পুরি ঘেরি,

কেমনে পাইল দ্বার ॥

চোর ভিন্ন মন, কে করে হরণ,

করিয়ে প্রাণে বিকল ।

গেল কোথাকারে, নহে ধরি তারে,

উচিত দিতাম ফল ॥

ছিলাম নিদ্রায়, কি করিব হায়,

কি কাল ঘুমের ঘোর ।

হৃদি কাঁরাগারে, বন্দি কৈলে তারে,

তবে সে জানিত চোর ॥

কিবা তার নাম, কোথাকারে ধাম,

কে জানে তাহার মূল ।

অশেষ প্রকারে, ভাবি ধনী পরে,

প্রাণেতে হয় আকুল ॥

পরে ছলে ধনী, দাসী বলি ধুনি,

করিল কোকিল স্বরে ।

অমনি সবায়, আসিয়ে তথায়,

দাঁড়াইল যোড়করে ॥

ঘূর্ণিত লোচনে, কহে সর্ব জনে,

নাহিক তোদের ভয় ।

সকলে থাকিতে, আমার পুরিতে,

কেবা আসে কেবা যায়।

বুঝিছু তোদেরি, আছয়ে চাতুরী,

নহে অন্য কেবা পারে।

না গারে দেবতা, কাহার যোগ্যতা,

আসি মম বাস ধরে ॥

যদ্যপি আপন, রাখিবে জীবন,

অশ্রবণ কর তার ;

নহে বিপরীত, হইবে উচিত,

প্রাণ বাঁচা হবে তার ॥

শুনি এই ভাষ, সবার তরাস,

করষোড়ে হবে কয়।

তবাপ্রিত জনে, এমত বচনে,

দোষা না উচিত হয় ॥

মোর্য দাসী তব, হেন অসম্ভব,

কে করিল জানে কেবা।

বিচারে আপনি, দেখ ঠাকুরাণি,

উচিত হইবে যেবা ॥

বুঝিরে নির্দোষ, তাজি নিজ রোষ,

চিন্তা কর সরে মেলি।

হেন কালে তথা, গোপী উপনীতা,
 কি কর নাতিনি বলি ॥
 দ্বিজ বলে ভান, হইল সকল,
 যুক্তি লহ গোপী স্থানে ।
 জানে নানা ছল, বুদ্ধি সে প্রবল,
 নানা মত যুক্তি জানে ॥

গোপী প্রতি রাজকন্যার মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা ।

সুন্দরী বিস্তর করি, গোপিকার করে ধরি,
 প্রকাশিছে মন অভিলাষ ।
 নিশি বিবরণ যত, করাইছে অবগত,
 মনোমধ্যে হইয়ে উদাস ॥
 আসি কেবামম পুরে, বাস পরিণয় করে,
 তাহুলের দাগ দিয়ে তায় ।
 মনঃ প্রাণ করি চুরি, গেল সে করি চাতুরী,
 তাহাতে দহিছে মম কায় ॥
 কেমনে এমন বাসে, আইল বাকি সাহসে,
 নাহি সঙ্গি কোনান সঙ্গণ ।

পরশিরে মম কায়, ঘটাইল হেন দায়,

মন বড় করে উচাটন ॥

কি শুণে সে শুণমণি, বিকল করিল প্রাণা,

সে জনে কেমনে পাওয়া যায় ।

তার দরশন বিনে, স্থির নাহি হয় প্রাণে,

অতএব কহ সে উপায় ॥

তুমি বিনা এই কর্ম, কে বুঝিতে পারে মর্ম,

মোরে নাহি কর হে বঞ্চনা ।

শুনা আছে তব যশ, জান ভাল প্রেমরস,

অধীনীরে না দেও বহুশ্রা ॥

শুনিয়ে এসব বাণী, যু ডিয়ে যুগল পাণি,

বলে গোপী আমি ক্ষুদ্র প্রাণী ।

মোরে এত সমাদর, অকারণ কেন কর,

শুন ওহে নরেশনন্দিনি ॥

কি ভাব ভাবনা তার, যে মত যে বাঞ্ছা বার,

উপারে উপায় হয় যত ।

এই যুক্তি বলি আমি, কপট নিদ্রায় তুমি,

শয়নে রহিও পূর্বমত ॥

অবশ্য দেখিতে পাবে, সর্ব কার্য সিদ্ধ হবে,

পূর্ণ হবে মন অভিলাষ ।

অতএব রাজবালা, হইল অধিক বেলা,
 আজ্ঞা হলে যাই নিজ বাস ॥
 এত বলি গোরালিনী, আসি নিজ বাসে ধনী,
 কুমারে করিল নিবেদন ।
 শুনয়ে চতুর রায়, চাতুরী করিয়ে কর,
 কোন কালে না শুনি এমন ॥
 তদন্তর নৃপসুত, দিবা কায়া পূর্বমত,
 সাধিলেন গোপীর ভবনে ।
 হেতা গৃহে রসবতী, হয়ে অতি শ্রান মতি,
 ভাবে তারে পাব কতক্ষণে ॥
 হেন কালে দিনকরে, দিবা অবসান করে,
 অস্তাচলে করিল গমন ।
 জীবনে জীবন বালা, বন্ধু বিরহে ব্যাকুলা,
 মনোছুঃখে মুদিত নয়ন ॥
 করি নিশি দরশন, দৌহার সন্তোষ মন,
 নিজ নিজ যুক্তি স্থির করে ।
 সময় হইল যবে, কপট নিদ্রায় ভবে,
 রহে ধনী নিজ শয্যা পরে ॥
 অনন্তর যুবরাজ, সাধিতে আপন কাজ,
 চলিলেন সুন্দরীর স্থানে ।

মস্ত ভেজে কোন জন, নাহি পায় দরশন,
উপনীত ধনী বিদ্যামানে ॥
দেখি পূর্বমত সত, আছে সবে নিদ্রাহিত,
কি করিব কুমার ভাবিছে ।
করে গেছি কালি যাহা, বিদিত হয়েছে তাহা,
কি করি জানিতে পারে পাছে ॥
দ্বিজ বলে রসরাজ, সাবধানে সাধ কাজ,
কপট নিদ্রায় আছে ধনী ।
জানিতে পারিলে বত, মন্ত্রণা হইবে হত,
বিবেচনা কর গুণমণি ॥

কুমারের পুনর্বার ছলনা ।

এই মত যুক্তি করি কুমার তৎকণে,
কি ছলে ছলিব আজি ভাবে মনে মনে ।
পরে যুক্তি স্থির করি মন্ত্রের বলেতে ।
গৃহে প্রবেশিয়ে বসে তার নিকটেতে ।
দেখিছে সুবর্ণ কত তাহুল আধার ।
রক্ততে নির্মিত কত শত আছে আর ॥
নিঃশব্দে তাহার আচ্ছাদন খসাইল ।
রক্তত আধার সুবর্ণেতে মিশাইল ।

তদন্তর তথা হতে করিয়ে গমন ।
 গোপী বাসে উদ্ধারিল নরেশনন্দন ।
 পূর্বমত শয্যাপরে শয়নে থাকিয়ে ।
 দিবা নিশি করে চিন্তা প্রেমসী লাগিয়ে ।
 এখানে রূপসী দিবা নিশি আসা আশে ।
 না দেখি নিরাশা ভাবে মনের হতাশে ।
 দেখে তারা অখিতারা হয়ে গেল স্থির ।
 সুখহরা সুখতারা হইল বাহির ।
 অধিকন্তু নিজার কাতর জাগরণে ।
 সুখ শুকাইল তাহে না হেরি সে জনে ।
 প্রভাতে উঠিয়ে ধনী হইল চঞ্চল ।
 অদর্শন হতাশন তাহাতে প্রবল ।
 ঝঙ্কিল দেবতা মায়া নর কভু নয় ।
 ব্যথিত হইয়ে প্রাণে সখীগণে কর ।
 শুভো সখি প্রেমানলে আমার হৃদয় ।
 দহন হতেছে বল কি করি উপায় ।
 বিরহ এমন আলা না জানি কখন ।
 না হেরে মদনবাণে শরীর দহন ।
 শুনি সখীগণ সবে কহে সক্রোধে ।
 একপ উতলা হলে কিনের কারণে ।

স্থির হও যে হউক সে হবে বিদিত ।
 আজি কালি পরে তারে পাইবে নিশ্চিত ॥
 এমত প্রবোধ বাক্য বুঝায় তাহারে ।
 কুমারের কথা কিছু শুন তার পরে ।
 প্রভাতে উঠিয়ে পূর্বমত কার্য্য যত ।
 ক্রমে ক্রমে সে সকল সারিল তাবত ॥
 কেতকী আপন কার্য্য সারি তার পরে ।
 ছুন্ধের যোগান দিতে চলে রাজপুরে ॥
 একে একে সকল ভবনে ছুন্ধ দিয়ে ।
 কন্যার আগারে পরে উত্তরিল গিয়ে ॥
 দেখিয়ে সুন্দরী তবে কহিতে লাগিল ।
 তোমার মন্ত্ৰণা গোপি বিকল হইল ॥
 আর যা হয়েছে নিশি যোগের ভিতরে ।
 সে সকল বৃত্তান্ত কহিল গোপিকারে ॥
 শুনিয়ে কেতকী কয় নারিকী সদনে ।
 অবাক হয়েছি এ আশ্চর্য্য কথা শুনে ॥
 শুনেছি দেখেছি বহু করি এই কাজ ।
 তোমার কার্য্যেতে বড় পাইলাম লাজ ॥
 মম কর্ম্ম নহে আর শুন রমবতি ।
 বুঝিয়ে করহ যেরা লয় তব মতি ॥

এত বলি ছুফ দিবে গোপী চলি গেল ।
 নারিকা শুনিয়ে মনে ভাবিতে লাগিল ॥
 করিবে গোপিকা হির আছিল বিশ্বাস ;
 এক্ষণে সে সব মম হইল নিরাশ ॥
 অন্তর আমার সদা হয় জর জর ।
 নিবারণ কিসে হবে ভাবি নিরন্তর ॥
 প্রমত্ত চঞ্চল চিত্ত চকোর আমার ।
 ব্যাকুল হয়েছে বড় নাহিক নিস্তার ॥
 একপ করিয়ে ধনী ভাবিছে অন্তরে ।
 গোপী গিয়ে সমুদায় কহে কুমারেরে ॥
 শুনিয়ে পূর্বের মত চাতুরীতে রায় ।
 অন্তরে আত্মাদ মুখে বলে একি দায় ॥
 দ্বিভু বলে ভাল রায় বিদেশ আসিয়ে ।
 গোপনে করিছ মজা দুতী ভাঁড়াইয়ে ॥

রাজকন্যার খেদোক্তি ।

তদন্তর শুন সব রসিক সুজন ।
 যে রূপ হইল পরে তার বিবরণ ॥
 নিত্য নিত্য রসরাজ সুন্দরীর পুরে ।
 গমন করেন কেহ জানিতে না পারে ॥

এক দিন নৃপসুত চিন্তে মনে মনে ।
 আর কত বাতায়াত করিব সেখানে ॥
 এমত ভাবনা আর কতকাল রবে ।
 আমরা কেমনে কৰ্ম্ম সিদ্ধ হবে করে ॥
 কি ভাব ভাবিয়ে মোরে জানিব কি ভাবে ।
 সে ভাব ভাবিয়ে রায় বিমোহিত ভাবে ।
 তার পরে স্থির করি নরেশ নন্দন !
 রীতি মত কৰ্ম্ম যত করে সমাপন ॥
 দিবা শেষে কেতকীরে কহিল ডাকিয়ে
 আজি একবার আসি নগর ভ্রমিয়ে ॥
 এত বলি গেল চলি মন অভিলাষে ।
 স্বস্ত্রের প্রভাবে রাজনন্দিনীর পাশে ॥
 আপনার গুণাগুণ করিতে শ্রবণ ।
 রহিলেন গুণাকর হইয়ে গোপন ॥
 এখানে বিচ্ছেদানলে নরেশ দুহিতা ।
 দিবা নিশি আছে ধনী ধরনী পতিতা ॥
 বর বর ধারা বহে কুরুঙ্গ নদনে ।
 শয়নে স্বপনে সদা আগিতেছে মনে ॥
 বিরহ প্রলাপে কভু চেতন রহিত ।
 উঠি পুনর্বার আরো হয় সচিবিত ॥

বলে কে ভাপিত প্রাণে সাধিলেক বাদ ।
 কি কপে পাইব আনি তার সুসংবাদ ॥
 যে হক সে হক তার পাষণ হৃদয় ।
 অরুণা সরলা বধে হইয়ে নিদয় ॥
 পরশিয়ে মম অঙ্গ মজাইল মন ।
 দুকায়ে কি লাভ লুটি যৌবন রতন ॥
 এসব শুনিয়া রায় মনেতে ভাবিল ।
 সুন্দরীর খেদে খেদ অধিক বাড়িল ॥
 মিলন মলিন আসা উথলি অন্তরে ।
 ত্বরিত তড়িত প্রায় দেখা দিন পরে ॥
 ক্ষণ মাত্র তথা হতে চলি গেল দূরে ।
 উত্তরিল রসরাজ কেতকীর পুরে ॥
 এখানে সুন্দরী হেরি বলি আহামরি ।
 অধরা হইয়ে পড়ে ধরার উপরি ॥
 দ্রুত আসি যত দাসী তোলে মনোহুখে ।
 সুবাসিত জল আনি কেহ দেয় মুখে ॥
 করষোড় করি কহে কহ বিবরণ ।
 হঠাত্ অধৈর্য্য হলে কিসের কারণ ॥
 কুলের কামিনী তুমি নাহি কর লাজ ।
 করিবে কলঙ্ক অকলঙ্ক কুল মাজ ॥

ধৈর্য্য ধর রাজবালা স্থির কর মন ।
 পাছে কেহ শুনে এ সকল বিবরণ ॥
 শুনি ধনী তা সবারে উত্তর না দিল ।
 মনোপুণে মনে মনে ভাবিতে লাগিল ॥
 দ্বিজ বলে রসবতি চিন্তা কি তাহার ।
 বার লাগি চিন্তা চিন্তা অধিক উদ্বার ॥

কুমারের মিলনের উপায় চিন্তা !

হেতা গোপীবাসে রায়, চিন্তায় চিন্তিত কায়,
 হয়ে শেষে স্থির করে মনে ।
 দেখাইতে কারিগরি, মনেতে মানস করি,
 করে শেষে কৌশল যতনে ॥
 চিত্রপটে নিজ কায়, চিত্র করে রসরায়,
 পরম সুন্দর চমৎকার ।
 দেখি মনমথ মন, অমনি হয় মোহন,
 অধিক বর্ণনা করা ভার ॥
 দ্বিতীয়ত মহোদয়, কানিনীর প্রেমময়,

তাহাতে তনুর তরি, ভাসাইতে ইচ্ছা করি,

নিজ পরিচয় তৎপর ॥

বিনয়ে লিখিল যত, বর্ণনা কি হয় তত,

পরে যাহা লিখিল কিঞ্চিৎ ।

অনুগ্রহে সর্ব জন, করিবেন নিরীক্ষণ,

দীন দ্বিজে হয়ে কৃপাস্থিত ॥

কুমারের পত্র ।

চিত্রকথা ।

সুধামুখি তব মুখ দেখি সুধা প্রায় ।

রংগহীনে প্রেমসি লো দৃষ্টে প্রাণ যায় ॥

গিধিনী গঞ্জিত শ্রুতি শোভিত কুণ্ডলে ।

নিশি দিবা ভাবি দহি দুঃখ দাবানলে ॥

তরাও কটাক্ষ করি পূরাও বাসনা ।

বড়ই দুর্ব্বার মন নাহি শুনে মানা ॥

আশরে থাকিয়ে অতি হয়েছি আকুল ।

শেষ কর যে সকল হবে প্রতিকূল ॥

আছরে তোমাতে প্রেম জলধি জীবন ।

সিদ্ধু বিন্দু দানে তবে কেন হে কৃপণ ॥

এ আশে বঞ্চিত হলে হইব নিরাশ ।
 ইঞ্জিতে বুঝিয়ে মোর পূরহ প্রয়াস ॥
 দেহ দহে প্রেমানলে বিষম প্রমাদ ।
 শত্রুর সহায় তাজি করহ প্রমাদ ॥
 মিলায়ে পদের আদ্য বর্ণ সঞ্চারিবে ।
 ভূষায়ুক্ত চাতকে কাতর না করিবে ॥

কুমারের সুন্দরী প্রতি পত্র প্রদান ।

এমত করিয়ে লিখিয়ে রায় ।
 রাখিল বসনে বাঁধিয়ে তায় ॥
 ভাবিছে কখন হইবে নিশি ।
 দেখিব যাইয়ে প্রাণ প্রেরণী ॥
 হেন কালে গেল দিবসমণি ।
 আগত হইল আসি রজনী ॥
 নিজ কাজ যত সারিয়ে পরে ।
 গোপীকে ছলিয়ে গমন করে ॥
 মন্ত্ৰের প্রভাবে চলে সত্বর ।
 কেহ না দেখিল রূপ মাধুরী ॥

প্রহরী যতেক আছিল দ্বারে ।
 দেগিতে না পায় কেহ তাহারে ॥
 তবେত রসিক বস অবশেষে ।
 যাইরে স্তম্ভরী পুর প্রবেশে ॥
 দেখিল বিরহে কঁাদিছে ধনী ।
 বাকুল হইয়ে পড়ে ধরনী ॥
 নাহি হেরে অঙ্গে বাস ভূষণ ।
 এলাইত কেশ শ্রান বদন ॥
 কহিছে দারুণ কে দিল জ্বালা ।
 এক কি সহিতে পারে অবলা ॥
 যে দিল আশারে এত বাতনা ।
 কখন তাহার ভাল হবে না ॥
 মানবে কভু কি পারে এমন ।
 যে হকু সামান্য নয় সে জন ॥
 তাহার সাহসে দি ধন্যবাদ ।
 কেমনে এমন সাথে প্রমাদ ॥
 আর না বাঁচিব তার বিহনে ।
 বল কে মিলায় আনি সে জনে ॥
 মদন আগুন উঠিল জ্বলে ।
 দ্বিগুণ বাড়িল মলয়ানিলে ॥

এ ছুখের কথা কহিব কার ।
 কে আছে আনিয়ে মিলায় তার ॥
 কি করি উপায় না দেখি কিছু ।
 আমার অদৃষ্টে কি হবে পিছু ॥
 একথা শ্রবণে খেদেতে রায় ।
 পত্রখানি দিল অমনি তার ॥
 মন হারা হয়ে বাহির হল ।
 দেহ মাত্র লয়ে বানাতে গেল ॥
 এখানেতে পত্র পাইয়ে ধনী ।
 বলে আহা মরি কি গুণমণি ॥
 দ্বিজ বলে কেন ভাব বিসাদ ।
 পড় পাতি পাবে তার সংবাদ ॥

রসবতীর পত্র পাঠান্তে সখা প্রতি উক্তি ।

রসবতী, পড়ে পাতি, হয়ে অতি, উতলা ।
 ছুখ ত্যাগি, স্তখ ভাগী, বঁধু লাগি ব্যাকুলা ॥
 মানা মনে, নাহি মানে, প্রেমাগুনে, বাতনা ।
 কিসে পাব, কারে কব, এই সব, ভাবনা ॥

হই মতি, হয়ে অতি, দাসী প্রতি, ডাকিল ।
 হয়ে শান্ত, আদ্য অন্ত, সে তদন্ত, কহিল ॥
 আমি ঘারে, নাহি হেরে, স্বর শরে ব্যথিত ।
 সুবিস্তার, সমাচার, আছি তার, বিদিত ॥
 এনগরে, বান করে, কার পুরে, গোপনে ।
 শীঘ্র করে, আমি তারে, বাঁচা মোরে, জীবনে ॥
 যতক্ষণ, সেই জন, নাহি আমি, নিকটে ।
 একি দায়, হায় হায়, প্রাণ যায়, কপটে ॥
 শুনি হেন, বিবরণ, সর্দীগণ, দাইল ।
 রাগা যথা, গিয়ে তথা, সব কথা কহিল ।
 রাজরাণী, ভাবে শুনি, একি বাণী, কি কহ ।
 দ্বিজ কর, যোগ্য হয়, দিতে তার, বিবাহ ॥

দাসীগণ কর্তৃক রাণী প্রতি

সংবাদ প্রদান ।

তদন্তর রাজরাণী দাসীরে জিজ্ঞাসে ।
 কহ বাণী নন্দিনী এমন হল কিসে ॥
 শুনি দাসী ঘোড় করে কহিতে লাগিল ।
 আদ্য অন্ত যে কিছু সকল নিবেদিল ॥

তবে রাণী এত শুনি ভূপতির পাশে ।
 ছুহিতার কথা যত নুহু নুহু ভাবে ॥
 যে কপ আশ্চর্য্য কন্ম করেছে সে জন ।
 বিস্তারিত সে সকল কহে বিবরণ ॥
 রাজা বলে রাণি তুমি জান পূর্ব্ব যত ।
 বিভা হেতু এসেছিল কত রাজসুত ॥
 সে সবারে তনয়ার না হল সম্মতি ;
 খেদে তারা কোথা গেল ছাড়িয়ে বসতি ॥
 এখন হয়েছে তার ইচ্ছা বরিবারে ।
 যা শুনালে হেন জনে পাব কি প্রকারে ॥
 দরশন চিহ্ন যদি পাওয়া যায় তাব ।
 তবে সে করিতে কিছু পারি প্রতিকার ॥
 যাহ রাণী শীঘ্রগতি নন্দিনীর পুনে ।
 যে কিছু থাকয়ে চিহ্ন এসে বল নোরে ॥
 এমত শুনিয়ে রাণী চলিলেন ধৈর্যে ।
 সুরঙ্গিণী পুর মধ্যে উত্তরিল গিয়ে ॥
 মায়ে দেখি সুরঙ্গিনী লজ্জিত হইল ।
 মুখ তুলি পূর্ব্বমত কথা না কহিল ॥
 ইঙ্গিতে বুঝিল রাণী ছুহিতার মন ।
 গোপনে দাসীয়ে বলে কহ প্রয়োজন ॥

দাসী গিয়ে সেই কথা সুন্দরীয়ে কয় ।
 কনিয়ে সুন্দরী হল পুলক হৃদয় ॥
 চিত্রপটে লেখা ছিল অব্যব তারি ।
 বাহির করিল শীঘ্র নরেশ কুমারি ॥
 রসময়ী পাত্রী সহ আছিল মিলন ।
 সুন্দরী লইল তাহা করিয়া ছেদন ॥
 প্রতিমূর্তি চিত্রপট দিল দাসী করে ।
 তারা লয়ে দিল গিয়ে নৃপ বরাবরে ॥
 দেখিলে সম্ভাব রাণী প্রতিমূর্তি তার ।
 মনে মনে ভাবে একি রূপ চমৎকার ॥
 সামান্য মনুষ্য বলি না ভাবয়ে মনে ।
 আশ্চর্য্যে সে পট লয়ে দিলেন রাজনে ॥
 হেরিয়ে মুরতি মহীপতি ক্রম্ভ চিত ।
 বিশেষ ক্ষমতা জেনে হৃদে পুলকিত ॥
 তদন্তর পট লয়ে বসিয়ে সভায় ।
 পাত্র মিত্র সভাগণে ডাকিল সবায় ॥
 কহিতে লাগিল পরে পুরের বৃত্তান্ত ।
 ইয়েছে আশ্চর্য্য বত তার আদ্য অন্ত ॥
 শুনি সভাসদ্যত হইল বিস্ময় ।
 বলে নাহি শুনি হেন না হবে না হয় ॥

মনুষ্যের কৰ্ম্ম এই নহে কদাচিত্ত !
 দৈবাবধীন কৰ্ম্ম এই হইবে নিশ্চিত ॥
 ভূপ বলে নর বটে জেনেছি প্রকারে ।
 পত্ন লিখি রাখি গেছে কন্যার আগারে ॥
 এসেছে এদেশে সেই করিতে ভ্রমণ ।
 এই দেখ সেই প্রতিমূর্ত্তির গঠন ॥
 এত বলি দিল কেলি সভা বিদ্যমান ।
 দেখি কপ অপকপ ভাবে সবে মনে ॥
 তদন্তর নৃপ কহে শুন সৰ্ব্বজন ।
 কর তত্ত্ব এনগরে সবার ভবন ॥
 যথায় পাইবে তার করিতে সন্ধান ।
 যতনে আনিবে তারে মম বিদ্যমান ॥
 স্কন্ধুমারী কন্যা মম মতি সুরঙ্গিনী ।
 তার বিজা হেতু ভাবি দিবস রজনী ॥
 করি তত্ত্ব কত স্থানে স্পাত্ত কারণে ।
 নাহি মিলে যোগ্য বর সদা চিন্তা মনে ॥
 যদি বিধি এই জনে মিলায় সদনে !
 মনোমাধে দিব তারে কন্যা রত্ন ধনে ॥
 এত শুনি দ্বিজ কয় নিকটে রাজার ।
 যে যুক্তি করেছ এই উচিত ইহার ॥

দূতগণের কুনার অন্বেষণ

হৃদন্তর দাসগণ, নৃপাজ্ঞায় সর্বজন,
 অন্বেষণ কবে সে নগরে ।
 সবার ভবনে ফিরি, সে জনে নাহিক হেরি,
 মন দুঃখে দুঃখিত অন্তরে ॥
 পরে এই জনরর, পরস্পর শুনি সব,
 প্রজাগণ আসি মিলে তথা ।
 সুধাইয়ে তা সবার, কিছু না শুনিতে পায়,
 ভাবে কিসে পাইব বারতা ॥
 এখানে কেতকী ধনী, শুনি এই সব বাণী,
 কুমারে কহিছে বিবরণ ।
 কুনার শুনিয়ে কর, কেন মাসী কর ভয়,
 হবে বাহা বিধির লিখন ॥
 কেতকী কহিছে পুন, নাহি জানি তব গুণ,
 নৃপ কিন্তু কালান্তক কাল ।
 আমি দুখিনী গোপিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি,
 পাছে মম ঘটে জঞ্জাল ॥
 এই কথা দোঁহে হয়, হেন কালেতে তথায়,
 উপনীত নৃপ মৈন্যাগণ ।

বসিয়াছে গুণাকর, যিনি কোটি শশধর,

দেগি চমকিত সর্বজন ॥

প্রতিমূর্তি যাহা ছিল, তার সঙ্গে মিলাইনা,

অভেদ সে হউল গঠন ।

নিকটস্থ হয়ে তপে, ঘোড় কর করি সবে,

নিবেদিল কুমার সদন ॥

শুন শুন মহাকায়, ভূপতির অভিপ্রায়,

তোমা দরশন করিবারে ।

আতএব যুবরাজ, না করি উদ্যতে ব্যাজ,

চল শীঘ্র রাজ দরবারে ॥

শুনিয়ে একপ ভায়, যাইতে ভূপের পাশ,

উজাসে কুমার করে বেশ ।

এক রূপ চমৎকার, অধিক কি কব আর,

বর্ণনা না হয় সবিশেষ ॥

চলিল দূতের সঙ্গে, ক্ষণেক সঙ্গে আতঙ্গে,

ভাবে মনে কি হবে সে গেলে ।

ধূতপণা দেখি মোর, হইয়ে রাগেতে ভোর,

না জানি বা কোন খেলা খেলে ॥

এখানেতে নরপতি, চিন্তায় চিন্তিত মতি,

সভাসদ লইয়ে সভায় ।

হেন কালে ভৃত্য সঙ্গে, কুমার আগিয়ে রঙ্গে,

সভা মাঝে হইল উদয় ॥

দেখি রূপ অপৰূপ মনে মনে ভাবে ভূপ,

কে বটে কেমনে জানা যাবে ।

দ্বিজ বুলি অভিপ্রায়, হেসে নৃপতির কয়,

পরিচয় লহ টের পাবে ॥

কুমারের পরিচয় এবং

বিবাহ ।

ভক্তনুরে লইয়ে কুমারে সনাদরে ।

বসাইল সিংহাসনে ধরি তার করে ॥

জিজ্ঞাসিল নররায় কিবা তব নাম ।

কাহার তনয় তুমি কোথা তব ধাম ॥

দেব বাক্য অঙ্গর কি হইবে মানব ।

যে দেখি তোমার কৰ্ম্ম অতি অসম্ভব ॥

এত শুনি নৃপসুত নৃপতির কয় ।

দেবতা দানব নহি শুন পরিচয় ॥

কাঞ্চনের অধিপতি সত্যধৃতি রায় ।

সুরসেন নাম মম তাঁহার তনয় ॥

দেবীদত্ত সিদ্ধ মন্ত্র আছিল আমার ।
 সেই বলে করি হেন আশ্চর্য্য বাপার ॥
 পুলকিত হয়ে ভূপ শুনি পরিচয় ।
 মনে মনে করে এ সামান্য ব্যক্তি নয় ॥
 কন্যা যোগ্য বর এই রাজার নন্দন ।
 শুভ দিন দেখি কন্যা করিব অপণ ॥
 তার পরে কুমারেরে কহে নৃপবর ।
 মম কন্যা কপে ধন্যা তারে বিলা কর ॥
 শুনিয়ে কুমার মনে আনন্দ অপার ।
 অন্তরে আনন্দ মুখে না করে প্রচার ॥
 বুঝি অভিপ্রায় রায় সভায় বসিয়ে ।
 সভা জনে আত্মগণে কহিছে হাসিয়ে ॥
 শুন সব সুরঞ্জিনী আমার বালিকা ।
 কপে তার ত্রিভুবন মোহন কারিকা ॥
 বিভা না করিবে পূর্বে ছিল তার পণ ।
 সম্মতি হয়েছে এবে করিতে বরণ ॥
 পূর্বে কত নৃপমুত তার আশে আসে ।
 নিরাশ হইয়ে গেল মনের হতাশে ॥
 এই হেতু সর্বদা অমুখ ছিল যোর ।
 বিধাতা সদয় হয়ে ঘুচায় সে ঘোর ॥

বহু অন্তেষণে পাত্র না মেলে ভুবনে ।
 ঈশ্বর ইচ্ছায় এবে মিলিল সদনে ॥
 মম মন এইক্ষণ বিভা দিব তার ।
 সর্বজন আরোজন করহ ইহার ॥
 ছেন শুনে দাসগণে হইয়ে তৎপর ।
 নির্মাইল স্নশোভন স্থানে স্থানে যর ॥
 হালধি দপণে ভিত্তি করিল খচিত ।
 কত ছবি যিনি রবি তাহাতে খচিত ॥
 মিনেকারি সারি সারি লক্ষ্য স্মৃতিহার ।
 স্থানে স্থানে শোভা পায় বাড় চকৎকার ॥
 সুকোমল মপ্স্মল পাতে ধরাতলে ।
 খাদ্য জব্য নানাবিধ রাখে স্থলে স্থলে ॥
 সাসি দ্বারা সব দার অতি স্নশোভন ।
 কত আর কব তার করিয়ে বর্ণন ॥
 তৎপরে তৎপর হয়ে দূতগণ গিয়ে ।
 বাদ্যকর বহুতর আনিল ডাকিয়ে ॥
 স্থানে স্থানে কোন জনে পত্র লয়ে গেল ।
 নিমন্ত্রণ পেয়ে সবে আসিতে লাগিল ॥
 বাই ভাঁড় নট আদি আসি কত জন ।
 গীত বাদ্য মহোৎসব কাল সর্বজন ॥

নববহু নানা মত বাজে দিবা নিশি ।
 বাজে ঢোল কিবা রোল সুমধুর বাঁশী ॥
 বেণু বীণা শব্দ বিনা নাহি শুনি বাণী ।
 ঘড়ি ঘড়ি বাজে ঘড়ি সাধ্য কি বাখানি ॥
 অহ্লাদে হইয়ে নগ্ন নৃপতির মন ।
 শুভ দিনে শুভ লগ্ন কৈল নিকপণ ॥
 কন্যা পাত্র দৌহাকারে বসায় আসনে ।
 ভইল হরিদ্রা আদি মাখার যতনে ॥
 তীর্থ জল আনি দৌহে স্নান করাইল ।
 নানাবিধ আভরণ অঙ্গে পরাইল ॥
 নখী সবে মহোৎসবে নিমগ্ন হইয়ে ।
 মনোসাধে নাজাইছে নৃপের ভনয়ে ॥
 অলকা তিলকা দিল যা বেখানে আজ্ঞে ।
 তারা মাজ দ্বিজরাজ যেমন বিরাজে ॥
 যেমন নায়িকা যোগ্য নায়ক তেমন ।
 যেই অঙ্গে যাহা সাজে দিল সেইক্ষণ ॥
 তদন্তরে কুমারেরে বসায় আসনে ।
 স্ত্রী আচার ব্যবহার করে রামাগণে ॥
 তার পর নৃপবর শুভক্ষণ করি ।
 করে করে কুমারেরে সঁপিল কুমারী ॥

সখী মেলি ছলাছলি আনন্দ অপার ।
বাদ্যভাণ্ড মহাকাণ্ড আশ্চর্য ব্যাপার ॥
এই রূপ ছিল ভূপ বিভা বিধি মত ;
দীন দ্বিজ করে ইচ্ছা সংক্ষেপে রচিত ॥

রামাগণের পরিহাস ।

সখীগণ ভদ্রতরে, পরিহাস কারবারে,
বাসরেতে করিল গমন ।
ভবনের শোভা করি, বসিলেন সাবি সারি,
বুঝিবারে রসিক রতন ॥
একে সে মোহন রূপ, আর তাহে রসকূপ,
দেখি মম্মথেতে মজে সবে ।
এক চিন্তে নিরীক্ষণ, করি রাহে সর্বজন,
ভাবে সবে কিবা কথা কবে ॥
পরে ধনীর সজ্জিনী, হাসি হাসি কহে বাণী,
মনোচোর এই জন বটে ।
আর কোথা পলাইবে, আছে সবে বুঝা যাবে,
বদি আজি পেয়েছি নিকটে ॥
কোন জন হাসি কয়, দেখি বড় ভয় হয়,
পাছে মন কহয়ে জন ॥

চোর সঙ্গে আলাপন, নাহি করে কোন জন,

পূৰ্বাপর কহে সাধুজন ॥

আর জন হাসি কয়, যা কহিলে মিথ্যা নয়,

আর না সাজিবে সে চাতুরী ।

কিছু ভয় নাহি আর, ইহার যে সুবিচার,

করিবেন নারদকুমারী ॥

শুনি কথা রসরাজ, না করিয়ে ক্ষণ ব্যাজ,

হৃদ হাসি কছেন তখন ।

হেন বিপরীত ভাব, শুনিয়ে লাগে তরাস,

চোর বল না বুঝি কারণ ॥

এক বার দেখি বাস, প্রাণ মন সব যায়,

তার গন কে হরিতে পারে ।

শশধরে হৃগ অঙ্গ, সেই রূপ একলঙ্গ,

দেখ তবে বিবেচনা করে ॥

তবে যে মন্ত্রণা করে, রাজকন্যা পাশে মোরে,

মন্ত্রণা দিবে কি অতিশয় ।

আছি তাহে উপনীত, যাহা আছে মনোনীত,

কর তাহা যাহা মনে লয় ॥

বাঁধি হৃদি কারাগারে, না হয় রাখুন মোদের,

হানুন কটাক্ষ তীক্ষ্ণ বাণ ।

নহে প্রেম রজ্জু বেড়ি, দেন মোর হাতে কড়ি,
হৃদে দেন ও কুচ পাবণ ॥

কিঙ্কর হইলে পরে, তারে ক্ষমা সবে করে,
সর্বত্রোতে এই ব্যবহার ।

না জানি এ দেশাচার, কি আচার কি বিচার,
ইচ্ছা যেই কর নে প্রকার ॥

শুনি এসকল বাণী, হারিনে নৃপনন্দিনী,
মনে মনে করে বিবেচনা ।

যে মোর মানস ছিদ্র, বিধি তাহা মিলাইল,
কিন্তু এক অচ্ছয়ে বাসনা ॥

গোপনে যখন মোরে, ছলি গেল ছলা করে,
জানাইয়ে শুণ আপনার ।

তাঁহে মম পরিচয়, না পাইল রসময়,
আক্সি আমি সুধিব সে ধার ॥

হেন স্থির করি মনে, কহে সখী সম্বোধনে,
শুন সবে বচন আমার ।

উত্তরে উত্তর দিতে, দোষ নাহি কোন মতে,
বিধিমতে বিধি বিধাতার ॥

সামান্য ধনের চোরে, রাখে সবে কারাগারে,
পদ বেড়ি বেড়ি দিয়া তার ।

এচোরে উচিত বেই, সে রূপ যদি বা দেই,

প্রেমোদয়ে হবে প্রেমদার ॥

যে ছিল আমার পণ, মিলেছে ত নৃপধন,

রসিক না হয়ে রাজি কর ।

বিধির যা বসি থাকে, অবশ্য তা বটে থাকে,

সাক্ষী কাজিদাস কবিবর ।

তবে যদি হবে বল, পত্রে কাব্য কিসে হল,

সে সব পরের উপদেশ ।

হস্ত মন্ত্র বশে হেন, মজেছে আমার মন.

এক্ষণে সে ব্যক্ত সর্বিশেষ ॥

শুনি যত সখী কয়, সত্য বটে মিথ্যা নয়,

ব্যাধে কোথা বুঝে পিক স্বর ।

সংসারে রমণী পম, রসিক অক্ষ ভূষণ,

ইথে সবে করে হতাদর ॥

দেখিতে সুসভ্য হলে, কাব্য রস না থাকিলে,

তবে ব্ধা নব্য কাল তার ।

এইরূপ ব্যঙ্গ বাণী, কহিছে যতক ধনী,

শুনি কথা কহিছে কুমার ॥

বুঝিলে ত সখীগণ, যেমন চোরের মন, ..

বলে রাখ হৃদি কারাগারে ।

ইথে ভানে বুঝা যায়, আছে কোন অভিপ্রায়,
চোর মর্মা কে বুঝিতে পারে ॥

আছে পূর্বাপর চোরে, রাখে সব বন্দী করে,
এটোরে উচিত সেই দণ্ড ।

কিন্তু হৃদি মাজে মম, যে ধন আছে উত্তম,
পাছে হন হরিতে প্রচণ্ড ॥

হরিলে পরের ধন, জানিতে চোরের মন,
কি নিশ্বাসে বাখি ধনাগারে ।

নারীর সর্বস্ব ধন, হৃদে তা আছে স্থাপন,
যদি চোর চুরি করে তারে ॥

অতএব চোরে সখি, নয়নে নয়নে রাখি,
ক্ষণ মাত্র না হবে বিচ্ছেদ ।

তবে হবে ধনাদায়, যুচিবে সকল দায়,
মিলনের হইবে প্রভেদ ॥

এই রূপ ব্যঙ্গ বাণী, শুনি তবে গুণমণি,
রসিক রমণী প্রতি কর ।

এসেছি সুখের তরে, নয়ন প্রহরী করে,
মনোচোর দণ্ড যোগ্য নয় ॥

না হয় হে ভুজ পাশে, বাঁধি রাখ নিজবাসে,
সেও ভাল দণ্ড বে আমার ।

রসনা যে রস চায়, বাঁধ তারে রসনায়,
 এই দণ্ড উচিত তোমার ॥
 একপ কৌতুক দেখে, সখীগণ মনোমুখে,
 প্রশংসিয়ে নাগরে তখন ।
 অক্কেঁক রজনী গত, ভাবে ভাব মনোগত,
 ক্রমে সবে করিল গমন ॥
 বিরল পেয়ে দুজনে, উভয়ে সন্তোষ মনে,
 স্বকাষা সাধিতে হল মন ।
 দ্বিজ নিজ ভাবে কয়, বিফলে ষামিনী যায়,
 বাঞ্ছা পূর্ণ কর এই ক্ষণ ॥

নায়ক নায়িকার বিহার ।

তদন্তরে দুইজনে পালঙ্কে বসিয়ে ।
 খায় মিঠা পান গন্ধে আনোদিতে হিয়ে ॥
 খিলি পূর্ণ করি কত রাখে সহচরী ।
 রাখিল চন্দন চুয়া কেশর কস্তুরী ॥
 ক্ষীর চিনি মিছরি সন্দেশ নানা মত ।
 সীতল গন্ধার জল কপূর বাসিত ॥
 নানাজাতি পুষ্প মালা রাখে সাজাইয়ে ।
 সে সৌরবে মধুকর আইল মাতিয়ে ॥

পিক সব কুছরব করিতে লাগিল ।
 শুনি দৌহাকার মন মোহিত হইল ॥
 তবে সখীগণে ধনী করিল ইঙ্গিত ।
 আরম্ভ করিল গীত বাদ্যের সহিত ॥
 মধুর মৃদঙ্গ বাজে আর নানা যন্ত্র ।
 মিলাইয়ে তাল মান আলাপে বসন্ত ॥
 মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় তবুরা ।
 বীনা বংশী আদি করি বাজে সপ্তসরা ॥
 সঙ্গীতে পণ্ডিত রায় হারাইয়ে জ্ঞান ।
 সখা সঙ্গে মনোবক্ষে আরম্ভিল গান ॥
 শুনি ধনী মোহিত হইয়ে গায় গান ।
 বীনাশ্বরে পতিশ্বরে মিলাইয়ে তান ॥
 দৌহাকার স্বরে অর হৃদয় ভেদিল ।
 ছাড়ি গীত অরহিত আরম্ভ করিল ॥
 দেখি সখীগণ যন্ত্র তন্ত্র ফেলাইয়ে ।
 লাজে স্থানান্তরে সবে গেল পলাইয়ে ॥
 লজ্জা শিরে বজ্র তবে হানি দুইজন ।
 সাধিতে অরের কৰ্ম্ম সমর্পিল মন ॥
 ঘন ঘন অবিলম্ব নিত্য তুলিছে ।
 ঘন ঘন চরণেতে মুকুট বাজছে ॥

আবেশে অবশ অঙ্গ ছাঁদি ভুজঙ্গয় ।
 চন্দ্রাননে চন্দ্রানন কিবা সুখোদয় ॥
 কামের সাগর তবে প্রেমে উথলিল ।
 মন্থন দণ্ডেতে রায় মথিতে লাগিল ॥
 লজ্জা পেয়ে লজ্জা তবে কোথা পালাইল ।
 ভয় ভেঙ্গে ভয় তবে অভয় পাইল ॥
 চন্দ্রাননে হেরি সুখা আনন্দ অপার ।
 মনের আবেশে পান করিছে কুমার ॥
 নাগর সাগর মন্ত্বে করি সুখাজ্ঞান ।
 অমনি তুলিয়ে ধনী মুখে দিল পান ॥
 স্থির দেখি নয়নে নয়ন সে সময় ।
 নিবাইল কামানল জলে জলময় ॥
 বিধিমতে কাম ব্রত করি উজ্জাগর ।
 শ্রান্তে দৌহে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন ॥
 দ্বিজ নিজ ভাবে তবে দৌহাকারে কয় ।
 প্রথমে এতক প্রেম বহু চুঃখে হয় ॥

কুমারের স্বদেশ গমনোদ্যোগ ।

কিছু দিন এই মত, থাকে সদা সুখে রত,
 রসিকেরে লইয়ে কামিনী ।

যতেক আছিল খেদ, সে সব হইল ছেদ,

নিত্য সুখে বঞ্চে যামিনী ॥

এইকপে নকৌতুকে, মজিয়ে অশেষ সুখে,

প্রেমে বন্ধ হল দুইজন ।

উভয়ে উভয় প্রাণ, গলকে প্রলয় জ্ঞান,

এক তিল বিনা দরশন ॥

দৌহে দৌহা চাহি রয়, কণ মাত্র ছাড়া নয়,

নাহি চায় মুদিত নয়ন ।

নিজনে পালকোপরে, এমতে দৌহে বিহরে,

স্থানান্তর রহে সখীগণ ॥

এ প্রকারে রসময়, বঞ্চে স্বশুভ্রালয়,

ব্যগ্র চিত্ত হইল অধিক ।

মনে ভাবে দেশ ছাড়া, আর ভ্রাতাগণে হারা,

সুখ ভোগে আছি মোরে ধিক ॥

এই সব চিন্তাযুত, হইয়ে নরেন্দ্রসুত,

মনে মনে করে বিবেচনা ।

কৌশলে সবারে বলি, যাইব দেশেতে চলি,

সিদ্ধ করি মনের কামনা ॥

তবে উঠি প্রত্যাষেতে, গিয়ে নৃপ সমীপেতে,

সবিনয়ে কর জোড়ে কয় ।

মনেতে করেছি আশ, যাইব আপন বাস,

অনুগ্রহে যদি আত্মা হয় ॥

গৃহে মম পিতা মাতা, আছে সবে চিন্তাশ্রিতা,

ছলে মাত্র এসেছি বিদেশ ।

নাহি দেখি সে সবায়, সর্বদা চঞ্চল কাণ,

স্থির নয় কি কব বিশেষ ॥

আর এক অভিপ্রায়, সঙ্গে তব ছুহিতায়,

লয়ে যাব আপন ভবনে ।

শুনি জামাতার বীণী, সচিন্তিত নৃপমণি,

কহিছেন সজল নয়নে ॥

সবে মাত্র এক কন্যা, দোসর নাহিক অন্য

পুত্রাধিক পেয়েছি তোমারে ।

তোমা দৌহা ত্যাগ করি, রহিব এপ্রাণ ধরি."

কেমনে বল না এ সংসারে ॥

এইকপে নর রায়, কহি বহু জামাতায়,

পরে হল পাঠাতে সম্মতি ।

ডাকি যত আত্ম জনে, আর সেনাধ্যক্ষগণে,

সবিশেষ কহেন ভূপতি ॥

কন্যা আর জামাতায়, যাবে দৌহে নিজালয়,

আয়োজন কর সে তাবৎ ।

যে আজ্ঞা বলিয়ে সায়, দিয়ে দূতগণ ধায়,

চতুর্দিকে ধায় শত শত ॥

আনিল জাহাজ কত, বজ্রবা পিণিশ শত,

শুলুক ভাউলে অগগন ।

হয়ে অতি ত্বরান্বিত, আনিলেক মনোমীত,

গতি বেগে যেমন পবন ॥

নানা বিধ খাদ্য চণ্ড, চৰ্বা চোখা লেহা পের,

করিলেক পরিপূর্ণ তরী ।

ডাঁড়ি মাজী করি মাজ, মস্তকে পরিয়ে তাজ,

পতাকা তুলিল যাত্রা করি ॥

জানাভা যৌতুক আদি, দিল নানা রত্ন নিধি,

বহু দ্রব্য ভুবন রঞ্জন ।

ভূষণ মাণিক হার, কি কন বিস্তার তার,

প্রবালাদি বজ্রত কাঞ্চন ॥

দাস দাসী কত জন, সঙ্কেতে দিল রাজন,

তবে যাত্রা করে শুভক্ষণে ।

পরে গিয়ে সুধামুখী, ছল ছল করি অঁাপি,

প্রণমিল জননী চরণে ॥

বলে মা কর বিদায়, যাইব শুশুরালয়,

শুনি বাণী বিহ্বলিত মন ।

কেমনে পাঠাব আমি, দরিদ্রের ধন তুমি,

প্রাণ ধন নয়ন অঞ্জন ॥

দ্বিজ গিষে কহে বাণী, শুন ওগো রাজ বাণি,

কেন খেদ কর অকারণ ।

দেখ তুমি সর্ব্ব স্থল, কোথায় শুনেছ বল,

পিত্রালয়ে কন্যার শোভন ॥

নায়ক নায়িকার বিদায় ও উদয় নগরে উপস্থিত ।

এই রূপ খেদ রাণী করিল বিস্তর !

তনয়ারে সুসজ্জিত করে তদন্তর ॥

হরিদ্রা মাথারে অঙ্গে দিল অভরণ ।

আলতা চরণে দিল দেখিতে শোভন ॥

খাদ্য দ্রব্য নানা বিধ করায়ৈ ভোজন ।

কন্যারে পাঠান রাণী চুস্থিয়ে বদন ॥

ভবে পিতা মাতা পদে প্রণমিয়ে ধনী ।

স্বামির সহিত চলে যথায় তরণী ॥

শুভকণ্ঠে ছুই জনে আরোহিতে তরি ।

অননি দামামা ডঙ্কা উঠিল লহরী ।

দাস দাসী সৈন্যগণ করে মহারোল ।
 শব্দেতে না পায় কেহ শ্রুতিবারে বোল ॥
 খুলিল জাহাজ তবে ছাড়ি সেই দেশ ।
 কত শত নগর ছাড়িল অবশেষ ॥
 এমতে যাইতে পথে কিছু দিন পরে ।
 উপনীত হল গিরে উদয় নগরে ॥
 বেলা অবসানে তবে অশ্ব আরোহণে ।
 সুসজ্জিত হয়ে রায় গেলেন ভ্রমণে ॥
 তার পরে সে নগরে স্থানে স্থানে কিরি ।
 দেখিল অপূর্ব এক সুনির্মিত পুরি ॥
 প্রস্তরেতে সব গুণ দ্বার সুনির্মিত ।
 পুষ্পোদ্যান স্থানে স্থানে আছয়ে রচিত ॥
 এইরূপ শোভা দেখি নরেশ নন্দন ।
 আপন জাহাজে পরে করিল গমন ॥
 পথে যেতে স্বচক্ষে করিল দূরশন ।
 রাজ পথে চলে যায় কারাবাসীগণ ॥
 তার মধ্যে দেখে তার ছয় সহোদর ।
 বুঝিতে না পারিল মর্ম ভাবিত অন্তর ॥
 কি মতে এমত কৰ্ম হবে তা সবার ।
 মনে ভাবে ভ্রমে বুঝি দেখি এপ্রকার ॥

এইকপ বিবেচিয়ে নিকটে আইল ।
 দেখি সবাকার দশা খেদ উপজিল ॥
 পরস্পর সবে সবে করি নিরীক্ষণ ।
 অস্থির হইয়ে সবে করয়ে রোদন ॥
 বহু দিন পরে সেই বিচ্ছেদ অনল ।
 মিলনে হইল আরো দিগুণ এবল ॥
 এ প্রকারে সবে মেলি ধৈর্য নাহি ধরে ।
 শোকোত্তে নিমগ্ন হয়ে হাহাকার করে ॥
 পরে সে রক্ষকগণে বজ্র রত্ন দিয়ে ।
 আপন জাহাজে গেল সবারে লইরে ॥
 চিরদিন বিচ্ছেদেতে যে সব অনল ।
 শোকানলে অঁখি জলে নিভায় সকল ॥
 তদন্তরে কুমার সবায় সুধাইল ।
 বল শুনি এতদূর ট কেমনে ঘটিল ॥
 সুনিষ্ট বাক্যেতে তবে ছয় সহদরে ।
 অদ্ভুত অস্ত সমাচার কহে কুমারে ॥
 যে কপে রাক্ষসী শব্দে অরণ্যে পশিল ।
 একে একে সে সকল বৃন্তাস্ত কহিল ॥
 যেহেতুতে কারাবাস হয়েছে সবার ।
 একে একে সমুদর কহে সমাচার ॥

আশ্চর্য্য মানিল শুনি সবার বচন ।
 পরে আপনার নত ভাষে বিবরণ ॥
 তার পরে সবাকারে যত্নেতে কুমার ।
 খাদ্য জবা মানা বিপ করান আহার ॥
 এই সব মহানন্দ সবে মেলি করে ।
 ইতি মধ্যে কারাধ্যক্ষ জাইল সমুদ্রে ॥
 বলে মহাশয় আমি সাধু রূপা করি ।
 দেহ ছয় কারাদাসী হইল সঙ্গী ॥
 শুনি কথা নৃপসুত তা সবাকারে কয় ।
 অন্য নিশি রাখি বাক হইয়ে সদয় ॥
 এক বলি পুনরায় বহু ধন দিল ।
 সম্বলিত হইয়ে সবে বিদায় হইল ॥
 তবে সবে এক ভাবে একত্র হইয়ে ।
 স্নেহেতে বঞ্চয়ে নিশি কৌতুক করিয়ে ॥
 নিশি শেষ করি পরে তাই সাত জন ।
 প্রভাতে উঠিল স্মরি শ্রীচূর্ণ চরণ ॥
 নিত্য যত কৰ্ম্ম তবে করি সমাধান ।
 কুমার বসিয়ে ভাবে সবার বিধান ॥
 কি প্রকারে এসবারে করিব উদ্ধার ।
 ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু নাপাই ইহার ॥

ইতোমধ্যে কারাবান্ধ আঁসি সেই স্থলে
 ঘোড় করে কুমারেণে সক্রুণে বসে ॥
 দেহ ছয় কারাবান্ধী দয়া করি সবে ।
 নচেত শুনিলে ভূপ মের প্রাণ লবে ॥
 শুনি বাণী অমনি প্রাণি ছয়জন ।
 মিনতি পূবাক সব কহে সক্রুণে ॥
 বাহ অদ্য মম সাধ্য কি বা আছে আর
 আজি জালি মধো আমি করিব উদ্ধার ।
 এত বলি কারাবান্ধগণে ডাকিলে ।
 হাতে ধরি সবাকারে দিল সমপিয়ে ॥
 সকলে কহিল পণে নরেশ নন্দন ।
 রাগিলে এসবাকারে করিতে যতন ॥
 নিত্য আমি দেখা করাইবে একবার ।
 বহু ধনে তোমারে করিব পুরস্কার ॥
 একথা শুনিয়ে সবে যে আজ্ঞা বলিয়ে ।
 যত্নে ছয় সহোদরে চলিল লইয়ে ॥
 তদন্তরে কুমার ভাদিত মনে মনে ।
 কি প্রকারে এসবারে উদ্ধারি কেমনে ॥
 বিজ্ঞ বলে কেন ভাব রাজার নন্দন ।
 নন্ত বলে আছে তব অসাধ্য সাধন ॥

কুমারের মন্ব বলে উদয় রাজ কন্যা ভবনে প্রবেশ ।

শুন রসরাজ, করি নিজ রাজ,
চলে অতি দ্রুত করি ।
অনি নানা স্থান, করিল পরাম
সবার রাজ্যে পৃথি ॥
মস্তক বলে ত, না চেমে অনেক,
হরিষেতে মন্ব হয়ে ।
ভূপের ওজন, দেখিও গোভন,
বলে পলা প্রবেশিয়ে ॥
গর পর গিয়ে, নয়নে দেখিয়ে,
রাজার অন্তর যত ।
যেতে এপ্রকারে, কন্যার আগারে,
শেষ হল উপনীত ॥
দাস দাসী গণে, না হেরে নয়নে,
গোপনে থাকেন রায় ।
নৃপের নন্দিনী, সখ্য অকপিণী,
হেরিয়া পুলকে কায় ॥

তা সবার কপ, নাহিক স্বরূপ,
 অনুপম ত্রিজগতে ।
 একতত্ত্ব কপনী, তাহাতে ঘোড়নী,
 বসিয়াছে পালঙ্কেতে ॥
 দেখিয়ে কামিনী, জগত মোহিনী,
 মোহিত হইল মন ।
 বলে কি প্রকারে, চিনি এসবারে,
 কি কপে হবে মিলন ॥
 এত ভাবি রায়, চাতকের প্রায়,
 দেখা দিল সবাকারে ।
 ক্ষণকাল পরে, চলিল সত্তরে,
 আপন ভাষাজ পরে ॥
 হেতা কপ হেরি, সে মধু স্তন্দরী,
 অবশ হইয়ে অচে ।
 ধরাতে পড়ি, বায় গড়াগড়ি,
 শরীর নজে অনজে ॥
 দেখি যত দাসী, দ্রুতগতি আসি,
 ধরাধরি করি তোলে ।
 কি হল কি হল, বলি সখীদল,
 সকলে করিল কোলে ॥

রাজার কুমারী, সে সপ্ত স্তম্ভরী,
 কহে তবে মুহুস্বরে ।
 বিছাত আকার, আমা সধাকার,
 শরীর ভেদিল স্বরে ।
 যৌবন সাগর, অপার ছুস্তার,
 আমরা তরণী ক্ষীণ ।
 বাঁচিব কেননে, বিরহ আশ্রমে,
 হইয়ে নাবিক হীন ॥
 শূনি সখীগণ, করে নিবেদন,
 ধৈর্য্য হও রাজবালা ।
 ধৈর্য্য হলে পরে, মিলিবেক তারে,
 অবশ্য ঘুচিবে জ্বালা ॥
 এই কথা শূনি, নরেশ নন্দিনী,
 মনে মনে বসি ভাবে ।
 দ্বিজ বলে তবে, কেন ভাব সবে,
 আজি কালি মধ্যে পাবে ॥

কুমারের অদর্শনে কুমারীগণের খেদ ।

এমতে সকলে বিমনা হয়ে ।
 পাইব কেমনে ভাবে বসিয়ে ॥
 রাজ্যাব ভূহিতা মোরা সকলে ।
 তবে কেন হেন ঘটে কপালে ॥
 বাহার শাসনে সমনে ডরে ।
 তাহার ভবনে কি আসিবে নরে ॥
 যে ইক সে হবে আ মরি মরি ।
 প্রাণেতে বাঁচিলে পুন না হেরি ॥
 কি করি কি করি রহিবে মান ।
 একে নারী নারি রাখিতে প্রাণ ॥
 স্ত্রীর পতি বিনা গতি কি আন ।
 বাঁচাও না বাঁচা এক সমান ॥
 কামিনীর তারা আঁখি পতি ।
 তারা হিন জন নাহিক গতি ॥
 সহেনা বাতনা আ মরি মরি ।
 গরল খাইব মনেতে করি ॥

এখনি আগরা প্রাণ তেজিব ।
 অনলের মুখে আজি পড়িব ॥
 একপে করিতে আক্ষেপ ধুনি ।
 বুঝাইল তারে যত রমণি ॥
 এমত দেখিয়ে সে সখী দলে ।
 স্নানাহার সব করায় বলে ।
 এখানে রসিক গিয়ে ত্বরিতে ।
 রসিক গণেরে লাগে ভানিতে ॥
 ক্ষণ কাল পরে রাজ কুমার ।
 স্নানাদি করিয়ে করে আহার ।
 এমত কালে ছর ভ্রাতাসনে ।
 আইল তথায় রক্তকর্ণণে ॥
 দেখিয়ে কুমার হষিত হয়ে ।
 নানা দ্রব্য সবে ভুঞ্জায় লয়ে ॥
 পরেতে সকলে বিদায় হয়ে ।
 কারাধাক্ষ সনে গেল চলিয়ে ॥
 দেখিয়ে এমত দৃষ্ট ঘটনা ।
 স্বিকের মনেতে হল ভাবনা ॥

সর্ব কনিষ্ঠা কুমারীর সহিত কুমারের সাক্ষাৎ ।

নানা মতে ভাবি তবে নরেশ নন্দন !
 বেলা অবসানে চলে করিতে ভ্রমণ ॥
 রাজ পথে চলি যায় হয়ে সুসজ্জিত ।
 আশ্চর্যা শুনহ তাহে দৈবের ঘটন ॥
 নরেশ নন্দিনী মধ্যে কনিষ্ঠা যে জন ।
 সবে হতে শ্রেষ্ঠ কাপে সুদৃশ্য গঠন ॥
 যে অবধি কুমারে সে দেখিছে নয়নে ।
 দিবা নিশি তাবে বসি আপনার মনে ॥
 বর বর ধারা বহে নয়নেতে তার ।
 বিরহ জ্বালাতে সদা দেখেছে আঁধার ॥
 সুখ সজ্জা আর কিছু মনে নাহি লয় ।
 এলাহিত কেশে পড়ি ধরা তলে রয় ॥
 যে জন কখন কোন জানে না বেদনা ।
 তারে সহ্য কোথা হয় বিরহ যাতনা ॥
 তাহাতে বসন্ত কাল কুটিল কোকিল ।
 তসিল মসিল দায় দন্তে লাগে খিল ॥

একপ অধৈর্য্য হয়ে বেলা অবসানে ।
 গবাক্ষের দ্বারে বসি চায় পথ পানে ॥
 হেন কালে সেই পথে রনিক বতন ।
 অশ্বাকটে চলি যায় কৈল নিরীক্ষণ ॥
 যে রূপ অন্তরে ভাবে মন্থথমোহিনী ।
 সে রূপ অন্তরে দেখি আক্লাদিত ধনী ॥
 কুমার তাহারে পরে করি নিরীক্ষণ ।
 হইল তাহার রূপ তরঙ্গে মগন ॥
 মিলন সলিল আশা মন মধ্যে করি ।
 উভয়ে রহিল উভয়ের পানে হেরি ॥
 দ্বিজ পুনকিত হয়ে কহিছে দৌহার ।
 পূরাও যার যা বাঞ্ছা এইত সময় ॥

কুমারকে রাজ কুমারীর নিজ ভবনে
 আনয়নের পরামর্শ ।

দেখি দৌহে দুই জন, মন হল উচাটন,
 কামিনী অধিক বাস্তু তায় ।
 গিয়ে নিজ সখী পাশে, অতি মৃদু মৃদু ভাবে,
 বিবরণ কহে সমুদায় ॥

ঐ দেখ সহচরি, মম মন চুরি করি,

যায় সেই পুরুষ রতন ।

সখী শীঘ্র গতি যাও, সঙ্কোপনে বার্তা লও,

কিবা নাম কোথা নিকেতন ॥

আছে কোথা বাসা কবি, আপন চক্ষেতে হেরি,

এসে বল মম সন্নিধানে ।

শুনি সখী এবচন, করিল শীঘ্র গমন,

নৃপের নন্দন যেই স্থানে ॥

করি কত সবিনয়, কহে কহ মহাশয়,

কিবা নাম কোথায় নিবাস ।

আছ কোথা করি বাসা, কহ মরে সত্য ভাষা,

অভিলাষ করিয়ে প্রকাশ ॥

আশয় বুঝিয়ে তার, তদন্তরে সে কুমার,

কহিতেছে সখীর সদন ।

যে ভাবে এসেছ তুমি, সে ভাবনা ভাবি আমি,

পরিচয় করহ শ্রবণ ॥

বঙ্গাধিক্য মম ধাম, সুরসেন ধরি নাম,

অবিজ্ঞাম ভ্রমি নানা দেশ ।

অনেক নগর ফিরি, বাহন করিয়ে তরি,

এনগরে আসি অবশেষ ॥

করেছি নৌকায় বাসা, শুনি এ আশ্চর্য্য ভাষা-

আমি মাত্র জানিতে কারণ ।

কি কব কার, প্রকাশ, মনে যাহা অভিলাষ,

রেখেছি তা করিয়ে বারগ ॥

শুনি দাসী পুন কর, শুন শুন রসময়,

কিবা ভয় করিছ আপনি ।

তব যাহা অভিপ্রায়, বুঝেছি তা সমুদায়,

আমি মিলাইব গুণমণি ॥

একপ কুমারে বনি, ভ্রুত গতি যায় চলি,

যথায় আছেন রাজসুতা ।

যত্নে কর্ণে শুনিব, সব গিয়ে নিবেদিল,

হইরে পরম হর্ষ যুতা ॥

শুনিয়ে এসব বাণী, পুন তারে কহে ধনী,

যাহ সখী আন গিয়ে তারে ।

করি তাঁরে দরশন, কব সব বিবরণ,

বে কপে পাবেন মো সবারে ॥

শুনি সখী কর ঘোড়ে, কহে ধনী বরাবরে,

একি কথা কহ ঠাকুরাণি ।

যে পুরে শমন ডরে, কেমনে আসিবে নরে,

ভয় হয় শুনি তব বাণী ॥

পারে শুনি ধনি কয়, কেন তব এত ভয়,

অসীম নাসীমা হয় য়ার ।

দ্বিজ বলে হেন জনে, অসাধা কি ত্রিভুবনে,

ভিনি ভাবিবেন পথ তার ॥

কুমারের কুমারী সদনে

উপনীত ।

এতক শুনিয়ে সখী যায় চলি দ্রুত ।

যথায় নরেন্দ্র স্মৃত তথা উপনিত ॥

কুমারীর বিবরণ कहিল সকল ।

যেতে হবে রসরাজ শীঘ্র চল চল ॥

শুনি বাণী অমনি সখীয়ে কহে রার ।

যাহ অগ্রে কহ তারে যাইব তথায় ॥

এত বলি দূতীয়ে বিদায় করি দিল ।

মন্ত্র পড়ি পাছে পাছে কুমার চলিল ॥

এখানে স্মন্দরী আশা পথ চেয়ে ছিল ।

হেন কালে পূর্বমত কুমারে দেখিল ॥

তবে স্মবদনি ধনী তখনি উঠিয়ে ।

বসাইল সমাদরে নাগরে লইয়ে ॥

নাগরের মনঃ প্রাণ করিতে হরণ ।
 সুধামুখী সুধাসম কহিছে বচন ॥
 তাজি লাজ রসরাজ কহি ছে তোমাংরে ।
 দেখা দিয়ৈ কটাক্ষেতে বধহ আমাংরে ॥
 যে দিনে আমরা সব দেখেছি তোমাংর ।
 বিশেষ ব্যাপিত তায় হয়েছে হৃদয় ॥
 নতুবা কখন কেবা রমণী হইয়ে ।
 অগ্রে কথা কহে কোথা পুরুষে ডাকিয়ে ॥
 তবে আর আদিনীয়ে কেন হৈ নিদয় ।
 আজ্ঞা কর পরে মানা দিব মহাশয় ॥
 তদন্তরে কুমার ভাবিয়ে মনে মনে ।
 বুঝিল বিবাহ নহে উচিত এক্ষণে ॥
 লুকায়ে করিব কার্য্য ব্যক্ত হবে শেষে ।
 অপযশ ঘটিবে কলঙ্ক দেশে দেশে ॥
 বিশেষত কারা বন্ধ আছে ভ্রাতাগণ ।
 তা সবারে কোন ছলে করিব মোচন ॥
 এক্ষণে উচিত এই সন্মতি লইয়ে ।
 বিবাহ করিব পরে প্রতিজ্ঞা পুরিয়ে ॥
 তাহাতে হইবে মোর সর্ব্বত্রেতে যশ ।
 সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে এ মোর মানস ॥

এত ভাবি কামিনীয়ে কহে রসময় ।
 সে কহিলে হেন কৰ্ম কভু ভাল নয় ॥
 মেহেতু ভূপের পণ অগ্রাহ্য করিয়ে ।
 বরিতে আমারে তুমি কামে মত্ত হয়ে ॥
 মেহেতু উদ্দেশ বলি দাও হে আমারে ।
 যাহাতে চিনিতে পারি তোমা সবাকারে ॥
 শুনিযে আহ্লাদে মগ্ন হইয়ে অশেষ ।
 বিবাহ প্রতিক্ষা পূর্ণ কহে উপদেশ ॥
 শুন হে রসিক রাজ মো সবার পণ ।
 একাকৃতি আছি মোরা ভগ্নী সপ্তজন ।
 যে দিনে চিনিতে তুমি যাবে রাজ বাসে ।
 শ্রেণীবদ্ধ হবে রব সবাকার পাশে ॥
 মম পাশে মম জ্যেষ্ঠ শুন ওহে রায় ।
 এ প্রকারে রব তাহে নাহিক সংশয় ॥
 বিস্মৃতি না হয়ে থেক নিম্নভাগে হেরি ।
 হৃদিকা খুঁড়িব পদ অঙ্গুলিতে করি ॥
 ইহাতে বুঝিবে সখা যে যেখানে রবে ।
 দ্বিজ বলে আর তব বলিতে না হবে ॥

কুমারকে কুমারী পরামর্শ দেন ।

উপদেশ পেয়ে রায় চাহিল বিদায় ।
 কথা শুনি ভাবে ধনী বিচ্ছেদের দার ॥
 কহিছে করুণা করি হয়ে সকাতির ।
 অধিক কি কব আর শুন হে নাগর ॥
 প্রাণ পণ করি তবে গেরেছি তোমার ।
 কি কপে হে কোন প্রাণে করিব বিদার ॥
 আর কিছু ক্ষণ থাক করি নির্দীক্ষণ ।
 অঁখি স্থির হলে প্রাণ করিবে গমন ॥
 আমি কি বলিব তবে যে হয় উচিত ।
 বুকে সুখে কর যাহা হয় সুবিহিত ॥
 কি দিব বিদায় আর করি অনুমান ।
 সবে ধন ছিল প্রাণ করিয়াছি দান ॥
 প্রাণ রূপ পক্ষী তব সঙ্কেতে চলিল ।
 এদেহ পিঞ্জর মাত্র পড়িয়ে রহিল ॥
 এমত করুণা বাক্যে নাগরে তুষিয়ে ।
 বিদায় করিল শেষ কাতর হইয়ে ॥

ভূরিত গমনে তবে রসিক রতন ।
 আপন জাহাজে পরে করিল গমন ॥
 পর দিন প্রভাতে করিলে নিজবেশ ।
 ভূপের ভবনে গিয়ে উত্তরিল শেষ ।
 জানি নীত উপনীত যথা ঘণ্টা ছিল ।
 কুমার ধরিয়ে তাহে ঘন বাজাইল ॥
 সেই ধনী নৃপমণি শুনিয়ে প্রবণে ।
 দাস এক পাঠালেন কুমার সদনে ॥
 ঘোড় করে কুমারের করি সমাদর ।
 বলে চল মহাশয় ভূপের গোচর ॥
 শ্রুত মাত্র নৃপসুত ভাবি রাজনীত ।
 ভাবে ভূত্য বাক্যে মম যাও অনুচিত ॥
 তদন্তর কুমার এসব বিবেচিয়ে ।
 পাশ্চাচারি করি ফেরে বাক্য না কহিয়ে ॥
 না বুঝিয়া মর্ম্ম কিছু দাস সেই জন ।
 যাইয়ে ভূপের পাশে কহে বিবরণ ॥
 বুদ্ধিমন্ত নরকান্ত বুঝিয়ে তাহায় ।
 প্রেরণ করিল এক মন্ত্রীরে তথায় ॥
 স্তানবান মন্ত্রিবর বিচক্ষণ অতি ।
 নৃপসুত কপ দেখি হল হুঁক মতি ॥

পরে বহু সমাদরে তুষি মিলি ভাষে ।
 কুমারে লইয়ে গেল ডুপতির পাশে ॥
 নরেশ দেখিয়ে রূপ প্রশংসি বিস্তর ।
 সস্তাষণ করি বহু করে সমাদর ॥
 পরে পরিচয় পেয়ে আচ্ছাদিত মনে ।
 যত্ন করি বসাইল রত্ন সিংহাসনে ॥
 আনে নানা পাদা দ্রব্য করি আচরণ ।
 কত কব নাম তার কে করে বর্ণন ॥
 কত মত প্রকার করি আয়োজন ।
 নরেশ কুমার তবে করেন ভোজন ॥
 তদন্তর কুমারে কাহাজু নর রায় ।
 আপনার মন গত যত অভিপ্রায় ॥
 একাকৃতি কন্যা নম আছে সপ্ত জন ।
 যে চিনিবে তাহারে করিব সমর্পণ ॥
 না পারিলে কারাগারে রাখিব তাহারে ।
 অনুমতি হয় যদি আনি স্বাকারে ॥
 এমত শুনিয়া বাক্য হয়ে হৃষ্ট মতি ।
 নরেশ কুমার তাহে হইল সম্মতি ॥
 তদন্তর পুলকিত হয়ে নৃপমণি ।
 সখীগণে আজ্ঞা দিল আনিতে নন্দিনী ॥

শুনি দাসীগণ সব মহাস্য বদনে ।
 বিবিধ প্রকারে সাজাইল কন্যাগণে ॥
 পরাইল অঙ্গে নানা বসন ভূষণ ।
 বিনাইয়ে দিল বেণী অতি সুচিকন ॥
 বদন মদন সঁাদ ধন্য ধরাতলে ।
 কটাক্ষ দৃষ্টেতে মুগিগণ মন টলে ॥
 একে সে রূপসী তাহে নানা সাজ করি ।
 চিক মখো চলি যার গমনেতে করী ॥
 তবেত কুমার উঠি সবারে হেরিল ।
 কটাক্ষে নবার মন মোহিত করিল ॥
 আছিল পূর্বেতে রূপ অন্তরে প্রবল ।
 দেখিয়ে কুমারে সব হইল শীতল ॥
 তবে সবে মনে ভাবে পাইব কেননে ।
 ততধিক কুমার ভাবিছে মনে মনে ॥
 কামিনির উপদেশ অন্তরে ভাবিয়া ।
 সবাকার পানে তবে রহিল চাহিয়া ॥
 দেখিল সবার নামে কনিষ্ঠা সুন্দরী ।
 হৃতিকা খনন করে পদাঙ্গুলি করি ॥
 তাহাতে বুঝিল রায় যে যেখানে ছিল ।
 একে একে সবে চিনি ভূপে যানাইল ॥

দেগি নরপতি অতি হইয়া উল্লাস ।
 আনন্দে নিমগ্ন হয়ে নাহি স্বরে ভাষ ॥
 ভূপ বলে পূর্য্য ভাগ্য আমার আছিল ।
 সেই হেতু মম কীর্তি মানস পুরিল ॥
 এতবলি আলিঙ্গন করি কুমারেবে ।
 বসাইল যত্ন করি গিৎহাসন পরে ॥
 তদন্তরে রাজপুত্রে কহিল রাক্ষস ।
 বিভা কর যুবরাজ দিন শুভক্ষণ ॥
 শুনি বাণি অমনি যুড়িয়া কর দয় ।
 মনে যাচ্ছা ছিল তাহা কহে সমুদয় ॥
 তব কন্যা বিভা জন্যা বন্দি যত জন ।
 অত্রিপ্রায় সে সবায় করিব মোচন ॥
 শুনি কথা মহিপতি পাইল স্বীকার ।
 বিজ বলে ও মতে অমত আছে কার ॥

ছয় সহদরের কারাগার মুক্ত ।

পরে শুন অপকপ, কারাধ্যক্ষ ডাকি ভূপ,
 কহিলেন সব বিবরণ ।
 কুমারের আজ্ঞা মত, আন বন্দিগণ যত,
 যথা যোগ্য দেও সবে ধন ॥

শুনি বাণি ভূত্যাগণে, আনি বন্দি যত জনে,
কুমার সমীপে সমর্পিল ।

নৃপসুত তদন্তর, দিয়া রত্ন বহু তর,
সবাকারে বিদায় করিল ॥

পরে ভ্রাতা ছয় জনে, ভক্তিভাবে হৃষ্ট মনে,
বসাইল করি সমাদর ।

ভ্রাতৃগণে জ্যেষ্ঠ ভাবে, নিত হইতে জ্যেষ্ঠ তবে,
শিষ্ট ভাবে তুষিল বিস্তর ॥

সমদত্ত দেখি ভাবে, কুমার যে ভ্রাতৃ সবে,
কি ভাবে এতাব ভাবি তাই ।

বুঝে রাজা অনুভাবে, কুমারে জিজ্ঞাসে তবে,
এ ছয় জন কে তব স্তধাই ॥

শুনি বাণি ভূপ কয়, ঘোড় করি করদয়,
সবাকার যতেক রুত্তান্ত !

যে জন্য ছাড়া তবন, যেহেতু হইবে পণ,
পুনর্বার মিলন একান্ত ॥

এই মত বাক্য শুনি, আনন্দেতে নৃপমণি,
সবারে করিল আলিঙ্গন ।

বহুমত সমাদরে, বসায়ে পালক পরে,
একে একে করে সম্ভাষণ ॥

পরে ভূপ যুগ্ত ভাষে, কহিছে সবার পাশে,
দেহ লোমাবধিত লাবভরে ।

দিগাছি যন্ত্রণা যত, সে সব হয়ে বিস্মৃত,
মোদের নিজ গুণে কমা কর ॥

শুনি ছত্র গুণাকরে, কহিতেছে হৃদয়রে,
কি হেতু ভাবহ এ প্রকার ।

কর্ম সূত্র আছে বাহ্য, কে অগুণেতে পারে তাহা,
ইথে দোষ কি আছে তোমার ॥

এই দুপ বাক্য শুনে, সম্ভাষ করি সকলে,
ভূপতি কুমার এমি কয় ।

ছিল বাঞ্ছা যে যাহার, পূর্ণ তা হল সবার,
এক্ষণে করহ পরিণয় ॥

শুনিয়ে এসব বাণী, মুড়িয়ে যুগল পাণি,
মহীপালে কহিছে যতনে ।

জ্যেষ্ঠ বিদ্যানান যথা, কেমনে কনিষ্ঠ তথা,
অধিকারী বিরস বদনে ॥

অতএব শুন রায়, তব সপ্ত ছুহিতায়,
ছয় ভ্রাতা করিব বিবাহ ।

ইথে তব অভিপ্রায়, উচিত যে মত হয়,
সেই মতে করহ নির্বাহ ॥

এই মত বাক্য শুনি কহিতেছেন মহেশ্বর

হোঁনা সবা অধিকার, আমার এ আধক্যে ॥

অধিকার কি বলিব আমি ॥

তুমি তব ছয় ভ্রাতা, নাহি মন বিভিন্নতা,

সম তুল্য দেখি সবাকারে ।

দ্বিজ কর অকপটে, এযুক্তি স্রযুক্তি বটে.

বিভা কর ছয় ছুহিতারে ॥

ছয় সন্তোদরের বিবাহ ।

সভায় বসিয়ে তবে ডাকি সভাজনে ।

আজ্ঞা দিল মন্ত্রীপাল দ্রব্য আহরণে ॥

আজ্ঞা মাত্র প্রদত্ত করিল সমুদয় ।

পুরোহিতে ডাকি করে দিনের নির্ণয় ॥

পরে শুভক্ষণ দিনে করি বর বেশ ।

রত্ন গৃহে ছয় জনে করয়ে প্রবেশ ॥

পরে ছয় ছুহিতারে সপ্ত সিংহাসনে ।

বসাইয়ে আনিল সবার বিদ্যামানে ॥

স্রী আচার ব্যবহার ছিল যে প্রকার ।

প্রদক্ষিণ করাইল সপ্তে সপ্তবার ॥

কনিষ্ঠে কনিষ্ঠা কন্যা জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠা জন ।

এই মত হস্তে হস্ত করিল বন্ধন ॥

বাদ্য ভাণ্ড মহাকাণ্ড আনন্দ অপার ।

এই মত হর কত আশ্চর্য ব্যাপার ॥

নরেশ আনন্দে মগ্ন মনেতে বিচারি ।
 বিধিনেতে ছয় জনে মঁপিল কুমারী ॥
 বিবাহ নিষ্বাহ দেখি যত রামাগণে ।
 হলাহলি দেয় সবে আনন্দিত মন ॥
 কন্যা পাত্র লয়ে সবে চলিল বাসরে ।
 নাজিল বাজনা গায় কিম্বর সুস্বরে ॥
 নধু স্বরে বাস যরে রামাগণে কয় ।
 রসিক রসিকে কথা শুভ সমুদয় ॥
 অধার দৃষ্টে তুষ্টি যে মত চকর ।
 কমলের অকরন্দে তুষ্টি মধুকর ॥
 সুজনে সুজন তথা হইল মিলন ।
 বাসর তেজিয়ে তবে গায় রামাগণ ॥
 বিরল পাইয়ে তবে যতক কুমারে ।
 প্রেম রসে নবরসে তোষে সবাকারে ॥
 নানা মতে করে কত কাব্য আলাপন ।
 তাবে বুঝ এতাবে ভাবক যেই জন ॥
 সন্তপ্ত আছিল বিরহিণী ধনীগণে ।
 স্নিগ্ধ হল সেই আলা নাগর মিলনে ॥
 বামিনী প্রভাতে উঠি ছয় সহদরে ।
 উপনীত হল সবে ভূপ বরাবরে ॥
 আনন্দেতে হয়ে মগ্ন সোমদত্ত রায় ।
 কৌতুকে জামাতাগণে বসায় সভায় ॥

এইরূপে মহানন্দে নৃপ পুত্রগণে ।
 মহাসুখে সুখী সবে স্বশুর ভবনে ॥
 কিছু দিন পরে সপ্ত নরেশ তনয় ।
 ভূপের সমীপে গিরে সবিনয়ে কয় ॥
 বহুদিন দেশ ছাড়ি মোর! ছয় জন ।
 আসিয়াছি বিদেশেতে কারিতে ভ্রমণ ॥
 গৃহে মাতা পিতা বন্ধু আছে বহু জন ।
 ত্যজিয়ে সবারে করে প্রাণ উচাটন ॥
 অতএব যদি ভূপ হয় অনুমতি ।
 চিন্তা দূর করি গিয়ে আপন বসতি ॥
 আর এক অভিপ্রায় মো! সবার মনে ।
 সঙ্গে করে দারে যাব তব কন্যাগণে ॥
 জামাতাগণের বাক্য শুনিয়ে রাজন ।
 কহিতে লাগিল হয়ে সঙ্গল নয়ন ॥
 কন্যা দিয়ে পাইয়াছি সপ্তগুণ নিধি ।
 পুত্রাধিক বাসি আমি সে দিন অবধি ॥
 পাঠাইয়ে দিব যদি তোমা সবাকারে ।
 কেমনে রহিব বল এছার সংসারে ॥
 একপে জামাতাগণে কহিয়ে ভূপতি ।
 পরে পাঠাইতে সবে হইল সম্মতি ॥
 দিয়ে নানা রতন যৌতুক জামাতায় ।
 কন্যাগণে নররায় কৌতুকে পাঠায় ॥

দাস দাসী সঙ্গে আর দিল ভূপ কত ।
 বাতঙ্গ তুরঙ্গ গাড়ী পাল্কি শত শত ॥
 আর সপ্ত জাহাজ দিলেন সপ্তজনে ।
 পূর্ণিত করিবে মণি মুক্তা আদি ধনে ॥
 খাদ্য দ্রব্য নানা বিধ আশ্চর্য্য যা ছিল ।
 ক্রমে ক্রমে জাহাজেতে পূর্ণ করি দিল ॥
 তবে কন্যাগণ রাণী নিকটে থাইয়ে ।
 বিদায় চাহিল পদে প্রণাম করিয়ে ॥
 শুনি অহ্লাদেতে রাণী চুহিয়ে বদন ।
 খাদ্য দ্রব্য নানা বিধ করায় ভোজন ॥
 তদন্তর প্রণমিয়ে জনক জননী ।
 স্বামির সহিত চলে লইয়ে সঙ্গিনী ॥
 দিন শুভক্ষণে তবে সপ্ত সহদরে ।
 আরোহণ কৈল গিয়ে জাহাজ উপরে ॥
 শুভক্ষণে খুলি দিল হয়ে বেগবান ।
 ইলারভ দেশ চলে ছাড়ি কত স্থান ॥
 দ্বিজ নিজ ভাবে অগ্রে রূপবতী পাশে ।
 কুমারের সমাচার কাহিল বিশেষে ॥

আনন্দ-বলাস ।

সপ্ত সহোদরে ইলাবর্ত দেশে আগমন ।

হেন শূন রসবতী, পুলকিত হয়ে মূর্তি,
অগ্রে গিয়ে দ্বারে দাঁড়াইল ।
হেতা তটে গুণধাম, তোপ দাগে অবিশ্রাম,
ধনী ধূনি শুনিতে পাইল ॥
তদন্তরে রসময়, ভ্রাতাগণ প্রতি কয়,
পূর্ব কথা করিয়ে স্মরণ ।
যে মতে রাক্ষসে বধি, প্রাপ্ত হল রত্ন নিধি,
বিস্তারিত সে সব কথন ॥
অতএব মহাশয়, যদি মোরে আজ্ঞা হয়,
অগ্রে আমি যাই সেই স্থলে ।
পরেতে রাখিয়ে তরি, কিঞ্চিৎ বিলম্ব করি,
এস তথা তোমরা সকলে ॥
এত বলি রসরাজ, না করিয়ে ক্ষণ বাজ,
কানিনীর নিকটে চলিল ।
হেতা ধনী দাঁড়াইয়ে, আছে আশা পথ চেয়ে,
হেন কালে নাগরে দেখিল ॥
আনন্দ সাগরে তাসে, আসিয়ে নাগর পাশে,
কহে কত করি অভিমান ।

আনন্দ-বনানী

নাগরের করে ধরে, অনেক বিনয় করে,

আনন্দেতে হয়ে ভাসমান ॥

করি খেদ মৌন মুখে, রসবতী অতি দুখে

অপোমুখে নিরখিয়ে ধরা ।

কাঁদে অতি সকাহরে, যসন নয়ন নীরে,

ভাসে বরাধর জিনি ধারা ॥

কি কহিব মন দুখ, পেলে সুখ দিলে দুখ,

দেখে সুখ দুঃখে সুখোদর ।

দুঃখ নিশি অবনান, পাইয়ে তোমারে প্রাণ,

সুখা গত গেল দুঃখোদর ॥

শুনি কামিনীর কর, ধরিয়ে কহে নাগর,

সুমিষ্ট বাক্যেতে তুৰি মন ।

রাসিকা কামিনী তুমি, অরসিক যত আমি,

দিয়েছি হে অনেক যাতন ॥

অতএব ত্যজি রোষ, ক্ষমহ সকল দোষ,

হইয়ে আমারে রূপাস্বিতা ।

শুনিরে মধুর বাণী, আনন্দিত হয়ে ধনী,

জিজ্ঞাসিল কুশল বারতা ॥

ভদ্রস্তরে রসময়, কহে কথা সমুদয়,

যথা যাহা হইল ঘটন ।

ভাৰ্যা ভাতা সঙ্গ করি, বাহন করিয়ে তরি,

যে মতে তথায় আগমন ॥

এত শুনি রসবতী, আহ্লাদিত হয়ে মতি,
প্রশংসিয়ে নাগরেরে কর ।

শুনিলাম কন্ম তব, মনুষ্যের অসম্ভব,
সম্ভব তোমাতে সমুদয় ॥

একপ নাগর ননে, মিষ্টালাপ দুই জনে,
করিতেছে হয়ে হরষিত ।

হেন কালে সেই স্থলে, একত্র হয়ে সকলে,
রাজপুত্রগণ উপনীত ॥

দেখি তবে রসময়, কামিনীকে সমুদয়,
সবাকার পরিচয় দিল ।

শুনি বাণী ব্যবহার, করে ধনী সে প্রকার,
কুমার সবারে সম্ভাষিল ॥

পরে লইয়ে সবারে, নানা বিধ উপহারে,
সকলেই করান আহার ।

ভোজনান্তে ভবনেতে, লয়ে অতি সাদরেতে,
সভায় বসায় পুনবার ॥

পরে ধনী মৃদু ভাষে, কহিল কুমার পাশে,
আনিতে সতিনী যায়াগণে ।

আর যত সমভ্যারে, আন যদি একেবারে,
বড় প্রীত পাই তবে মনে ॥

শুনিয়া ধনীর বাণী, সেই ক্ষণে গুণমণি,
আনিলেন সবারে সংহতি ।

দেখি ধনী বিনা ব্যাজে, জায়া সতীনির মাজে

মুছ লাজে ধীরে ধীরে গতি ॥

সকলের ধরি করে, লয়ে যায় নিজপুরে,

* সমাদরে বসায় আসনে ।

খাদ্য দ্রব্য আয়োজন, করিয়ে ধনী রন্ধন,

ভোজন করায় সর্বজন ॥

পরে হয় দিবা গত, নিশা হল সমাগত;

অরিত তরিতে সবে যায় ।

সুরসেন নিশা ভাগে, কামিনীর মনো যোগে,

মনোসাধ বাসনা পূরায় ॥

বহু দিন পর যোগে, সুযোগ সুযোগ জোগে,

যোগে যোগে কত কথা হয় ।

দেও কত অনুযোগ, হয় যাতে ভঙ্গযোগ,

অঙ্গ যোগে সব দুঃখ ক্ষয় ॥

পরে সুরসেন বলে, রজনী প্রভাত কালে,

বাঞ্ছা তোমা লয়ে যাব দেশ ।

এইরূপ দুইজনে, কথা রূপবতী সনে,

দ্বিজ বলে নিশি হল শেষ ॥

সপ্ত সহোদরের স্বদেশ গমন ।

প্রভাতে উঠিয়ে হবে নরেশ নন্দন ।
 নীতি মত কর্ম যত কৈল সমাপন ॥
 তদন্তরে প্রেয়সীরে বিনয়ে কহিল ।
 মানস যা ছিল তাহা পূর্ণিত হইল ॥
 অতএব শুন প্রিয়ে দিন শুভকণ ।
 মম সঙ্গে চল যদি না লয় তব মন ॥
 পতি বর্ণি শুনে ধনী হয়ে সকাহর ।
 বলে একি অধিনীরে কহ প্রাণেশ্বর ॥
 যখন এদেহ মম মঁপেছি তোমাতে ।
 তব স্তখে স্থখী ছুখে তোমার ছুখেতে ॥
 তাহাতে অবলা কুলবালা আমি নারী ।
 কেমনে তোনার মত লজ্জিবারে পারি ॥
 বুঝিয়ে রসিক রাজ কামিনীর মতি ।
 দ্রুত সবে ডাকি তবে দিল অনুমতি ॥
 যত রত্ন জহরাত আছে এনগরে ।
 উত্তোলন কর সব জাহাজ উপরে ॥
 আজ্ঞা মাত্র দুতগণ নিযুক্ত হইরে ।
 নানা সাজে কামিনীরে দিল সাজাইয়ে ॥
 মন আশে রসবতী ধরিল যে বেশ ।
 সে জার দেখিয়ে কাম হয় প্রাণেশ্বর ॥

পরে শুভক্ষণে রায় কামিনী সংহতি ।
 আপন জাহাজে গিয়ে উঠে শীঘ্রগতি ॥
 তবে যত নারী এসে একত্র হইল ।
 পরি করে সনাদরে কাছে বসাইল ॥
 তবে নৃপবরগণ যাইতে স্বদেশে ।
 খুলিল জাহাজ সব মনের হ্রিষে ॥
 পরি তাজ দাঁড়ে বাজ বাধি দাঁড়িগণে ।
 আল্লা আল্লা গোদা তাল্লা ডাকে সর্ষজনে
 ডোল ঢাক মহা জাঁক হাঁকে ভূভাগণ ।
 তোপের উপরে তোপ দাগে কত জন ॥
 এমতে যাইতে পথে কুমার সবার।
 অন্তরেতে উখলিল আনন্দ অপার ॥
 এই রূপ রঙ্গ রসে দেশে আগমন ।
 শুভ সমাচারে তোপ দাগে ভগবন ॥
 দূত গিয়ে ভূপতির সমাচার দিল ।
 শুনি ভূপতির সুখ সিদ্ধি উখলিল ॥
 তদন্তর পুত্রগণ মঞ্জল কারণ ।
 স্থানে স্থানে কৈল নানা মঞ্জলাচরণ ॥
 পরে সস্ত্রীকেতে সবে গিয়ে নিকেতনে ।
 প্রণাম করিল পিতা মাতার চরণে ॥
 পুত্ৰী হেরি রাণীদয় আর মহীপতি
 চক্ৰক পোষা প্রাণা সখ্য করমিত্তি হতি ।

ক্রমে ক্রমে সবাকারে বসাইয়ে কোলে ।
 শত শত চুয় দেন বদন কমলে ॥
 পরে আদ্য অন্ত যত জিজ্ঞাসে নরেশ ।
 শুনিলেন সুবিস্তার সমাচার শেষ ॥
 ধন্য পুত্র সুরসেন তুমিরে আমার ।
 চিরকাল কীৰ্ত্তি যশ ঘোষিবে তোমার ॥
 সপ্তম পুত্রের মধ্যে হইয়ে কনিষ্ঠ ।
 যে কর্ম করেছ বাপু জ্যেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ ॥
 ইষ্ট নিষ্ঠা শিষ্ট ধারা গুণী সকাণ্ডে ।
 বলিষ্ঠ রণেতে বিজ্ঞ বলিষ্ঠের স্থানে ॥
 তদন্তর সুখে শুকে কুমার লইয়ে ।
 ভূপতীর নমীপেতে দিল সমর্পিয়ে ॥
 পুত্র পরিবার আর সুখ প্রাপ্ত হয়ে ।
 সুখে কাল হরে নৃপ কালে কাঁকি দিয়ে ॥
 ত্রিভুর্গাচরণ হৃদে করিয়ে ধারণ ।
 দ্বিজ রামলাল গ্রন্থ করিল বর্ণন ॥
 অশ্ব পৃষ্ঠে সুখাকর সমুদ্র দক্ষিণে ।
 শত নিকূপণ হল বহুর মিলনে ॥
 দশম রাশিতে ভোগ করে নিশাপতি ।
 ষষ্ঠ দশ দিবা আর সপ্তমীর তিথি ॥

